

শ্রীমতী
সুদেবী
দেবী

বই	খোলো হৃদয়ের দুয়ার
লেখক	ড. সাগরান আল-আওদাহ
ভাষান্তর	সাব্বিদুল মুক্তফা, আহমাদুল্লাহ আল জামি
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
বানান সম্বন্ধ	মুহাম্মদ পাবলিকেশন সম্পাদনা পর্যদ
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুসা
অঙ্কন	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

খোলা সুদেখ দুখার

ড. সালমান আল-আওদাহ



মুহাম্মদ পাবলিশিংস

খোন্দো হ্রদয়োর দুয়ার

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২১

প্রকাশনাগ

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

ইসলামি টাওয়ার, আন্তারপ্রাউন্ড, সেকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩২৪০৩, ০১৬২৩-৩৩ ৪৩ ৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

অনলাইনে অর্ডার করুন

ওয়েবসাইট: www.wellreachbd.com

www.wellreachbd.com

ইসলামি টাওয়ার, আন্তারপ্রাউন্ড, সেকান নং # ১৮
১১/১ ইসলামি টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৮১১-৫৭০ ৫৪০, ০১৬৩১-৩৪ ৫১ ২১

অথবা rokomari.com & wafillife.com -৭

বইমেলা পরিবেশক

বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ₳ ২৭৫ US \$ 15, UK £ 10

KHOLO HRIDOYER DUAR

Writer : Dr Salman Al-Awdah

Translated : Saeedul Mostafa, Ahmadullah Al Jami

Published by

Muhammad Publication

Islami Tower, UnderGround, Shop # 42
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342

<https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/>

muhammadpublicationBD@gmail.com

www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-95377-9-3

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইটির কোনো অংশের পুনঃকপি বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, কটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

তর্পণ

সত্য বলে দেওয়া আয়নাটির প্রতি
গাড়ির সাইড-ভিউর আয়নায় সবকিছু
এর প্রকৃত আকারের চেয়ে ও ছোট দেখায়...
আয়নার বলে দেওয়া এই সত্যকে যে অগ্রাহ্য করে
তার জন্য অপেক্ষা করে অস্টন...



প্রকৃতির কথা

জীবনের ব্যতিব্যস্ততার ফাঁকে নিজের দিকে তাকানোর ফুরসত কই? নিজের হৃদয়ের চেহারাটা দেখার কথা তো বলছি বাছল্যা। কখনো আপন মনের দিকে তাকাতে আমাদের ভয়ই হয়, কখনো কিঞ্চিৎ তাকিয়েই আঁতকে উঠি। পরিচর্যার অভাবে সেখানে থোকা থোকা বিষবর্ষণ! অথচ কত পরিপাটি করে রাখার কথা ছিল আপন হৃদয়কে!

নরসুন্দরেরা একেবারে জটবাঁধা চুলকেও আনকোরা করে দিতে পারে, ওই কারিগরি যে ওদের জানা! দক্ষ মালির হাতে জঙ্ঘলও পরিণত হয় অনিন্দ্যসুন্দর পুষ্পকাননে! প্রতিটি বিষয়ের জন্য আছে নির্ধারিত শিল্পী। প্রতিটি বস্তুর জন্যে থাকে নির্দিষ্ট পরিচর্যাকারী। উ. সালমান আল-আওদাহ তেমনই এক হৃদয়পটের শিল্পী, যার দক্ষতা যুবপ্রজন্মের হৃদয়কে সাজিয়ে দেওয়া-ই মূল লক্ষ্য।

বহুমাত্রিক বইটি আপনারই আপন জায়গা থেকে আপনাকে উন্মোচন করে দেখাবে। পাশে বসা লোকটির চোখে আপনি কেমন? আপনার অজান্তেই- বা আপনি কেমন? হৃদয়ের গুমটবাঁধা একেকটি পর্দার উন্মোচন হবে আপনার নিজ হাতে।

আপনার রাগ, অভিপ্রায়, বিবেচনাবোধ ইত্যাদি সরিয়ে নিলে আপনাকে কেমন দেখাবে? হৃদয়ের একেকটি ইঁট-বুনন সরিয়ে বা জুতমতো বসিয়ে দিলে কেমন হয়ে উঠবেন আপনি? সেই পাজলের হিসেব নিয়েই বইটি।

আমাদের প্রত্যেকের কাছেই আমাদের পিতা সেরা নায়ক। আমরা নিজের বাবার মতোই হতে চাই। ঘুমিয়ে থাকে সকল পিতা সব শিশুরই অন্তরে।

সেই অস্তর থেকে পিতার অবকাঠামোকে বের করে এনে হুকে হুকে বসিয়ে দেওয়ার নিপুণ কাজটি করেছেন লেখক এ বইয়ে।

লেখক তার নিজের জীবনের প্রতিটি প্রান্ত থেকে আমাদেরকে নিজস্বা দেখিয়েছেন। খাপে খাপে মিলিয়ে দেখিয়েছেন হৃদয় সাজানোর উপকরণগুলো। খুলে দিয়েছেন আমাদের হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার।

বইটি অনুবাদ করেছেন আপনাদের প্রিয় সাদ্দুল মুস্তফা; যিনি বিশেষ বিশেষ কিছু কাজ করে ইতিমধ্যে আপনাদের অন্তরে জায়গা করে নিয়েছেন। অনুবাদের সঙ্গে ছিলেন মিশরের অন্যতম বিদ্যাপীঠ 'আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়'-এর শিক্ষার্থী তরুণ আলিম ও অনুবাদক আহমাদুল্লাহ আল-জামি। আমরা তাদের উভয়েরই সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করছি।

এ গ্রন্থটি মূলত ড. সালামান আল-আওদাহ রচিত *আনা ওয়া আখাওয়াতুহা-রিহলাতুন ফি আসরারিজ জাত* এর দ্বিতীয় অংশের অনুবাদ। প্রথম অংশ মুহাম্মদ পাবলিকেশন থেকে *কে আমি : নিজের মধ্যে ভ্রমণ* শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

মূল বইয়ের কিছু প্রবন্ধ বেশ দীর্ঘ হওয়ায় পড়তে পাঠকের বিরক্তিভাব আসতে পারে। সেই বিবেচনায় আমরা কিছু কিছু প্রবন্ধকে কয়েকটি শিরোনামে সাজিয়েছি।

আমরা শতভাগ নির্ভুল করতে চেষ্টায় কোনোরূপ ত্রুটি করিনি। তথাপি যেকোনো অসংগতি বা ভুল আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানিয়ে বাধিত করার বিনীত অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে আমরা সংশোধন করে নেব, ইনশাআল্লাহ।

এ কাজে যা-কিছু ভালো ও কল্যাণকর; তার সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যা অসুন্দর তা কেবল আমাদের গীমাবন্ধতারই ফল। বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বিনিময় দান করুন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান

৩০ জুন ২০১১ খ্রি.



শ্রুতদের কথা

আমরা সুপ্ত একেকজন প্রতিভা, আমাদের মতো সুসুপ্ত আছে মেধার আঁকর। আমাদের চারপাশের পরিবেশ, পরিচর্যা ও আত্মচর্চা সেই সুপ্ত শক্তিগুলোকে জাগিয়ে তোলে। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনের পরতে পরতে ভালপালা ছড়িয়ে জাগতে থাকে আমাদের চরিত্র। পাখা মেলে ডানা ছড়ায় অন্তরের মণিকেঠায় এতদিনের লুকিয়ে থাকা দূরদৃষ্টি, ঘুড়ির মতো উড়তে উড়তে দূর থেকে আবার আমরা নিজেদেরকে দেখি, পরখ করি। আমাদের চোখেই তখন আমাদের নানান দিক ভেসে উঠে। আমরা বুঝতে শিখি আমাদের আরও উন্নতি প্রয়োজন।

আমরা নিজেদের নিয়ে যেমনটা ভাবি, অন্যরাও কি আমাদের নিয়ে একই মনোভাব পোষণ করেন? হয়তো হ্যাঁ, হয়তো না। কিন্তু অধজদের রেখে যাওয়া গল্প ও শিক্ষা আমাদের মধ্যে থাকা আমিকে আরও আলোকিত করে। আমরা পাপড়ি মেলে প্রস্ফুটিত হই, সেই পাপড়িতে সূর্যের-কিরণ হয়ে আলো ছড়ায় বড়দের পদচিহ্ন, শিশির ফেঁটা হয়ে বায়ে বড়দের আশির্বাদ। তখন আমাদের পাপড়িতে যোগ হয় নতুন রং, ভিন্নমাত্রা।

আমার বন্ধ হৃদয়ের জেঙে ধরা কবচ খুলতে উদগ্রীব, কিন্তু চাবি কোথায় তা খুঁজে হারান। হৃদয়ের জানালা দিয়ে আমি দেখি সফলদের খোলা হৃদয় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তেপান্তর। আমিও খুলতে চাই আমার মনদুয়ার। কিন্তু কি করে? হাতের বইটি আমাকে সেই চাবিকাঠির সন্ধান দেবে।

আমি আমার হৃদয়কুটির সাজাতে চাই; সেখানে সূর্যের দ্যুতি প্রবেশ করুক, থাকুক রঙবাহারি ফুলেল বাগান, মেতে উঠুক আমার হৃদয় রাজত্বের সবগুলো নদী, কুলকুল ধনিতো। আমার হৃদয়ের সংস্পর্শে আসতে ব্যাকুল হবে জগতের পাখিপাখালি, এই সুসজ্জিত হৃদয়ের অধিকারী হয়ে আমি সুখী

হব। এই সমৃদ্ধ অন্তরের দিকে তাকিয়ে শ্রুতা হবেন সস্ত্রী। এমন এক হৃদয়ের বুনন প্রণালি নিয়ে বইটি জানাবে জীবনযাত্রার মানচিত্র।

লেখক তার মোলায়েম রচনায় আমাদের কথা লিখেছেন, যা আমাদের ভেতরে আছে কিন্তু আমরা টের পাইনি এতদিন। যা আমি করছি কিন্তু বুঝিনি সেটা আরও সুন্দর হতে পারত! আমার চারপাশেই ছড়িয়ে আছে আমার সুখের সাজসজ্জা অথচ আমি ঘুণাঙ্করেও টের পাইনি।

বইটিকে কী বলে সন্মোধন করব? সেলফ মোটিভেশন? নাহ, এভাবে বললে পুরোপুরি বলা হয় না। অন্তর্দৃষ্টির চর্চা? তাও কম হয়ে যায়। এ বই যেন বহুমাত্রিক ফলফসলে ভরা। নিজের জীবনকে আপন হাতের তালুর মতো ঘনিষ্ঠ করে উপলব্ধি করতে চায় এই বই। বয়ের প্রতিটি লাইন আপনাকে জাগিয়ে তুলবে জীবনকে উপভোগ করতে। হৃদয়ে স্পৃহা ছিটাবে নিজেকে আবিষ্কার করার জন্য।

নিজেকে সত্যিকারের প্রিয়পাত্র হিসেবে গড়ে তুলতে এবার আপনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠবেন।

অনুবাদের পক্ষে

—সাইদুল মোস্তকা

১১/৬/২০২১



ভূমিকমু

ট্রাফিক সিগন্যালের কাছাকাছি আসতেই আমি আবিষ্কার করি আমার গতি মন্থর হয়ে আসে। কোনো সিগন্যাল না থাকলেও আমি মোড়টা পার হওয়ার সময় এমন করি, আমার পেছনের গাড়িগুলোর দিকে ফ্রফ্রপ করি না। এদিকে তারা হর্ন বাজিয়ে তাদের তাড়া জানাতে থাকে। আমি কখনো এমন মন্থর হয়ে যাই তাদেরকে একটু ধৈর্যের দীক্ষা দেওয়ার জন্য। বলি, কীসের এত তাড়া তোমাদের?!

সাধারণত যারা আমার চেয়েও জোরে গাড়ি চলায় তাদেরকে আমি বেপরোয়া বলেই সাব্যস্ত করি। আবার যাদের গতি আমার চেয়েও শ্লথ তাদেরকে ধাম্য মনে হয়, কাঁচা ড্রাইভার।

একবার এক ডীডের দিনে আমি আমার গাড়ি পার্কিং করার জন্য যুতসই জায়গা খুঁজছিলাম। বেশ প্রশস্ত একটি জায়গা পেয়েও গেলাম। আমি আমার গাড়ি—দুই দুইটা গাড়ির জায়গা দখল করে পার্কিং করলাম। বিষয়টা আমি খেয়াল করিনি, কারণ আমি তাড়াছড়ায় ছিলাম।

একেক সময় মনে হয় মানুষগুলো তাদের চলাফেরায় বড্ড মন্থর, আরেক সময় মনে হয় তারা দৌড়ের ওপর আছে। ব্যাপারটা মূলত আমার নিজেরই সমস্যা, আমার পরিস্থিতিটাই আসলে তাদের গতির পরিমাপক, তাদের গতিপ্রকৃতির সাথে এর সম্পর্ক নেই।

ডাক্তারের চেম্বারে সিরিঘালে বসে থেকে মনে হয় আমার আগে ঢোকা রোগীটার বের হতে এত দেরি হচ্ছে কেন? এতক্ষণ লাগে? মনে মনে বলি,

মনে হচ্ছে জন্মের সব রোগ দেখিয়ে নিচ্ছে!!

এরপর যখন আমার পালা আসে, আমি ভুলেই যাই অপেক্ষার চেয়ারে বসে থাকা রোগীগুলোর কথা। তখন আমার জবান বলতে শুরু করে, আমিও তো কম অপেক্ষায় থাকিনি। আমারও ভালোমতো সেবা নেওয়ার অধিকার আছে। আরামে ডাক্তার দেখাই।

একবার আমাকে জেদ্দা শহরে যেতে হলো, আগে থেকে টিকেট কাটা ছিল না। সুতরাং আমি সব ধরনের নৈতিকতা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসন পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলাম। অন্য কারও সিট মেরে দিয়ে হলেও।

একবার এক ব্যক্তি আমার ব্যক্তিত্বে আঘাত দেওয়ার অপচেষ্টা চালান, আমারও নিজের ইচ্ছাত বাঁচাতে তার মানহানি করে কিছু বলার অবকাশ ছিল, আবার আমার কাছে এই সুযোগও ছিল ধৈর্যের মাধ্যমে আরও সুন্দরভাবে নিজের সম্মান রক্ষা করার।

বন্ধুদের ছড়ানো গুজবে একদিন আমি অত্যন্ত মর্মান্ত হলাম। আমি তাদেরকে কথা বলার, বর্ণনা করার ও প্রচার-প্রসারের আদবকে তা সম্পর্কে নসিহত করতে লাগলাম। সঠিক অনুসন্ধান ও যাচাইবাহাই সম্পর্কিত কোরআন-হাদিসের বাণী স্মরণ করলাম। কিন্তু ঠিক এ জিনিসটাই আমি আরেকদিন নিজের বেলায় ভুলে গেলাম। নিজেরই সন্দেহ লাগছিল এমন একটা খবর আমি এখানে-সেখানে ছড়াতে শুরু করি। পরে অনিশ্চিতসত্ত্বেও একসময় আমি প্রচার করা বন্ধ করি। আল্লাহই ভালো জানেন। আমার ধারণা ছিল আমি যা করিছি তা করার সুযোগ আমার ছিল।

মনে মনে আমি স্বীকার করি, কোনো বিষয়ে আমি ক্ষুদ্র একটি প্রাপ্তে অবস্থান করলেও নিজের অজান্তেই পুরো বিষয়টিতেই নাক গলানোর চেষ্টা করি।

আমার কথা, মতামত, মন্তব্য, লেখা, অবস্থান—নিজের কাছে সবসময় অধিকতর সঠিক, ভারসাম্যপূর্ণ ও প্রভাবশালী মনে হয়। অন্যদের কিছু কিছু অবস্থান আছে যা হয়তো গ্রহণযোগ্য কিন্তু তা আমারটার সাথে তুলনার যোগ্যতাও রাখে না।

আমি যেসব পরিস্থিতির সমালোচনা করি এর প্রত্যেকটাই আমার কাছে মনে হয় আমি সেখানে থাকলে সব বদলে ফেলতাম।

এটা ঠিক আমি প্রচুর ঘাত-সংঘাতের ভেতর দিয়ে এসেছি, কিন্তু এর প্রত্যেকটাতেই আমি ছিলাম মজলুম, এবং আমিই একমাত্র সেসবে ধৈর্যধারণ করেছি।

যাদেরকেই আমি দেখেছি, দেখেছি তারা নিজেদের পরিচর্যায় অধিক যত্নবান। আর আমি (নিজেকে সাফাই করছি তা নয়) সার্বজনীন স্বার্থ ও ন্যায় ছিল আমার একমাত্র আদর্শ ও চেতনা।

আমি কি স্ববিরোধী বিস্তব্য দিচ্ছি?

হয়তো!

সম্ভবত আমার আমিদের নিয়ন্ত্রণ ও সচেতনতার ধারণা আমাকে নিজের ছোট ও অপসূয়মান তুলগুলো স্বীকার করিয়েছে। অন্যদিকে আমার জীবনের প্রতিটি গ্রন্থিকে আবধ করে রাখা গভীর কর্তৃত্বকে আমি অকপটে অস্বীকার করেছি।



শেখ আব্দুল সঙ্কীর্ণ জীবনী

শামসান বিন ফাহাদ বিন আবদুল্লাহ আল-আওদাহ। তিনি সৌদি আরবের আল-কুসিম অঞ্চলের বুরাইদাহ শহরের আল-বুদর গ্রামে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তিনি বুরাইদাহ'র প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তারপরে আল-কুসিমের 'ইমাম মুহাম্মদ বিন সৌদ' বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষার কলেজ এবং পরে শরিয়া কলেজে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন।

এরপর তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুম্মাহ ফ্যাকাল্টি থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

এরপর তিনি শরিয়া ফ্যাকাল্টি থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন, যা চারটি খণ্ডে ছাপা হয়েছিল। সেই অভিনন্দপত্রে তার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শেখ আবদুল্লাহ ইবনে বায়াহ এবং সহযোগী তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন শেখ আবদুল্লাহ ইবনে জিবরিন এবং ডা. খালদুন আল-আহাদাব।

এ ছাড়া শামসান আল-আওদাহ শেখ আবদুল আজিজ বিন বাজ, সাঈদ বিন উসাইমিন এবং বিন জিবরিনের হাতে বিশেষ শিক্ষা ও আধ্যাতিক জ্ঞান লাভ করেন।

তিনি একাধারে আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন অব মুসলিম উলামা ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, ইউরোপীয়ান ফাতওয়া কাউন্সিলের সদস্য, ইসলামি বিশ্বের বেশ কয়েকটি দাতব্য ও শিক্ষা সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন।

তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও ইসলামিক সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন।

তিনি 'ইসলাম টুডে' সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১০ বছর এটি তদারকি করেন, এরপরে ড. আবদুল ওয়াহহাব আত-তরিবি-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

ড. সালমান আল-আওদাহ, একজন ইসলামি দার্শনিক, কলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ইসলামি চিন্তাবিদ, উপস্থাপক এবং বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

তার উপস্থাপিত সাপ্তাহিক প্রোগ্রামের বিষয়বস্তু ছিল : ফিকহ, তাফসির, হাদিস, আদব, শিষ্টাচার, সিরাত, আকিদা, সামাজিক সমস্যা পর্যালোচনা, সচেতনতামূলক আলোচনা।

তিনি টানা পাঁচ বছর পবিত্র রমজানের অনুষ্ঠান প্রচার করে রেকর্ড গড়েন। এ ছাড়া পাঁচ বছর ধরে তার পরিচালিত সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান (আল-হয়াত কাশিমাতুন) প্রথম স্থান অর্জন করে।

তার স্ত্রী এবং তার এক সন্তান বছর খানেক আগে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান।

তিনি কয়েকবার খেফতার হয়েছেন। শেষবার তাকে রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদানে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়।

২০১৭ সালে 'আমাদের শাসকদের হৃদয় রচনা করতে অনুরোধ' শিরোনামে একটি টুইট পোস্ট করার পর ওই বছরের ডিসেম্বরে তাকে আবার খেফতার করা হয়। এখনো তিনি কারাভ্রমণে আছেন।

তার রচিত ৭০ টিরও অধিক গ্রন্থ ইংরেজি সহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

সূচিপত্র



খোলো হৃদয়ের দুয়ার	২১
ভাবুন, কল্পনা করুন!	২৩
স্মৃতিচারণের বিড়ম্বনা	৩৪
ইলহামের জপমালা	৩৮
আমার একটি স্বপ্ন আছে!	৪৪
স্বপ্ন প্রত্যাশার চেয়েও বেশি কিছু	৪৫
রহস্য	৫০
কোনোদিন কি ভালোবেসেছ?	৫৪
স্বভাব নাকি অভ্যাস?	৫৮
ভালোবাসা কি নষ্ট হয়ে যায়?	৬১
যে অঘটন হাঁশ ফিরায়	৬৩
ভালোবাসা ও সঙ্গম	৬৫
কপালের ঘাম	৭৩
নিষ্ক্রিয়তা হলো আজাব	৭৯
কর্ম মানুষকে রক্ষা করে	৮৪
নিষ্প্রভগণ	৯২
মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা	৯৬
নিজেকে সম্মান দাও!	৯৯
তোমার মতো আর সকলকে সম্মান করো!	১০৪
অন্তর্দৃষ্টি	১০৭
লালনপালন কিংবা শিষ্টাচার প্রদানের কি প্রভাব থাকে?	১১০
মুক্তির মূল্য	১১৩
শুনসান সমুদ্র	১১৭
আমার সাথে সৌভাগ্যের গল্প!	১২২
সুখ হলো একটি ভাষা!	১২৫

সুখের বকমফের!	১২৮
অনুভূতির প্রকাশ	১৩০
তোমার ইচ্ছাটুকুই যথেষ্ট	১৩১
প্রফুল্লতার তাৎক্ষণিক টোটকা	১৩৫
শান্তিপূর্ণ ঘুম	১৩৮
গোপন ক্যামেরা	১৪১
মৌনতার অভিজ্ঞান	১৪৭
আমার লৌকিকতা	১৫০
জীবনজুড়ে সংশয়	১৫৭
আমার স্বার্থাশ্বেষী ভাই	১৬১
কীসের ভয়?!	১৬৪
ভয় কেন একটি দুর্বলতা?	১৬৭
ভয়	১৬৯
যান্ত্রিক মানব	১৭২
আক্ষেপ!	১৭৬
স্নায়বিক আড়ষ্টতা	১৮০
লাজুক শিশু	১৮২





ধোলো হৃদয়ের দুয়ার

এক ভিখারি পথের ধারে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভিক্ষা করছিল। অপরিচিত এক ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে যেতে লাগলে ভিখারি নিজের থলে এগিয়ে দিয়ে অনুন্নয় করে বলল, আমাকে কিছু সাহায্য করুন। খুচরো টাকা দিন।

পথচারী বলল, তোমাকে দেওয়ার মতো আমার কাছে কিছুই নেই। এরপর সে কৌতূহল নিয়ে ভিখারিকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কীসের ওপর বসে আছ?

-কিছুই না। পুরোনো একটি বাস। অনেকদিন ধরেই আমি এর ওপর বসি।

-ভেতরে কী আছে কখনো দেখেছ কি?

-না। কেন দেখব? এর ভেতরে কিছুই পাওয়া যাবে না।

-দেখো না একবার।

-ভিখারি বাসের ঢাকনা খুলতেই অবাক হয়ে লক্ষ করল যে, বাসটি কানায় কানায় সোনাভরতি!

পথচারী বলল, প্রথমে তোমার নিজের বাসের ভেতর দেখা উচিত ছিল; তুমি তো বিরাট সম্পদ নিয়ে বসে আছ। তুমি বোধসম্পন্ন, সম্মানিত, স্বাধীন এবং সৃষ্টিজীবের মধ্যে দ্বিতীয় এক সত্তা। অনন্য একজন মানুষ। ব্যক্তিগত সম্পদের খোঁজ না নিয়ে মানুষের কাছে চাওয়া তোমার জন্য অনুচিত। অনুন্নয় ও মিনতি করে তুমি তোমার ব্যক্তিত্ব ও সাধারণ বৈশিষ্ট্য নষ্ট করছ।

সুফিয়ান ইবনে উয়ইনা রাহিমাছল্লাহ বলেছেন, যে নিজেকে চিনেছে সে প্রশান্তি পেয়েছে। আর প্রশান্তি হলো অস্থিরতাহীন জীবনপ্রকৃতি।

ইয়াহইয়া ইবনে মুআয রাযি রাহিমাছল্লাহ বলেছেন, যে নিজ সত্তাকে চিনেছে সে আল্লাহকে চিনেছে। সুতরাং নিজ সত্তাকে চিনতে পারা ঈমান অর্জনের সিঁড়ি।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ.

তোমরা কি নিজেদের সত্তা নিয়েও ভাববে না? [সূরা আয-যাকিয়াত, আয়াত: ২১]

আর সঠিক কথা হলো, যে নিজ সত্তাকে জানবে না সে নফসের কৌশল ও ফাঁদে ফেঁসে যাবে। নিজেকে পর্যবেক্ষণ করা, সচেতন ও সজাগ থাকাই প্রকৃত পথ। সফলতা নিজেকে জানতে পারার মধ্যেই নিহিত।

সেই পথচারী ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে আমাকে বলল, আমি তাকে ৭০ বছর বয়সে পেয়েছি। আমি তাকে সেনসকল বিরল ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি—বয়সের কারণে যাদেরকে বিজ্ঞ ও পরিপক্ব ভাবা যায়; কিংবা যারা নিজ সত্তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন। তার অভিজ্ঞতা একই বছরে ঘূর্ণাবর্ত ৭০ বছরের ছিল না। বরং কার্যত পুরো ৭০ বছরের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা ছিল। এ সময়ে সে নিজের আত্মা সম্পর্কে জানতে পেরেছে। আত্মার দোষ-গুণ জানতে পেরেছে। নিজের চারপাশ সম্পর্কে অবগত হয়েছে। জীবন এবং জীবনের গতি প্রকৃতির জ্ঞান লাভ করেছে। জীবনে সফলতা ও কামনার সীমারেখা জানতে পেরেছে এবং পৌঁড়তার কারণে তার চোখের পর্দা সরে গেছে। সবকিছুর বাস্তবতা তার সামনে উদ্ভাসিত। এতকিছুর পরও সে নিজের নিচে লুকিয়ে থাকা ধনভান্ডার সম্পর্কে অনবগত ছিল—অলসতা এবং অন্যের সাহায্যের ওপর ভরসা করার কারণে। অথচ সে চাইলেই ৭০ বছর জীবনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই বিষয়টি উদঘাটন করতে পারত।

এটা তো কেবল একটি ঘটনা। কিন্তু এই ঘটনায় আমাদের শিক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে—সবসময় প্রথমে নিজের দিকে দৃষ্টি ফেরানো উচিত, যেন ভেতরের প্রতিভা ও লুক্কায়িত সম্পদ বের করে আনা যায়। বরণ্যেরা এ কথাই বলে গেছেন। সুতরাং আমাদের সবার উচিত—নিজেকে চেনা। হীনমন্যতায় না ভোগে নিজের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভা জাগিয়ে তোলা। অন্যের সফলতা বা প্রতিভাবান হয়ে ওঠার গল্পে হাহাকার কিংবা হতাশ না হয়ে নিজেকে উপস্থাপন করা। অলসতা ছেড়ে দিয়ে আপন শক্তিতে জ্বলে ওঠা। নিজের প্রতিভায় অন্যদের আলোকিত করা। তাহলেই পরনির্ভরতা কমবে, স্বনির্ভরতা বাড়বে। অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে। জীবনে গতি আসবে। সুন্দর ও সৌষ্ঠব সমাজ গঠনে আমার সামান্যতম অংশগ্রহণ হলেও থাকবে...।





জীবন, কল্পনা, কল্পনা।

কল্পনা কিছু জিনিসকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার মাধ্যমে মস্তিষ্কের কোষ থেকে সেগুলোর চিত্র চোখের সামনে নিয়ে আসে। যদিও মানুষের চোখ বন্ধ থাকে তবুও সেগুলো তারা দেখতে পারে। একবার সফ্রেটিসের একটি বচন পড়েছিলাম, 'মেধার মূল নিদর্শন হলো কল্পনা'—আমি এই কথাটির সত্যতায় সন্দেহান ছিলাম। কারণ, আমি কল্পনায় অভ্যস্ত ছিলাম না। আমার চারপাশের লোকজন শিশুদের ভাবনাকে মনে করত—'এটি একটি স্তর এবং সীমালঙ্ঘন'। ঘর, শিক্ষাকেন্দ্র এবং দীক্ষাগ্রাম এ সবই কল্পনাকে উপেক্ষা করে। তাদের মূল নির্ভরতা থাকে শুধু মুখস্থ করানো, শিক্ষাদান, বারবার আওড়ানো, অনুশীলন এবং আনুগত্যের ওপর। ফলে কল্পনা একটি শিশুর স্বাধিক কৈশোরের বিনুকেই গোপন থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক বাধা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ খুব কম পায়।

তুমি যখন কল্পনা করো—একজন মানুষ খুব টক একটি লেবু লোড নিয়ে যাচ্ছে এবং তার চেহারাও কুঁচকে যাচ্ছে, তখন তোমার মুখের লালিও টপকাতো থাকে। এটি একটি অনুভূতিশীল অবস্থা, যার উৎপত্তিস্থল তোমার ভেতরেই। তুমি যখন আকর্ষণীয় কোনো সৌন্দর্য কল্পনা করবে, তখন সেই কল্পনা তোমার শক্তিকে প্ররোচিত করবে। যেন তুমি সেটা স্বচক্ষে দেখছ। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে তুমি কোনো আওয়াজ শুনলে তোমার আগে তোমার বোধ আওয়াজ অনুসারে সেই ব্যক্তির আকৃতি হৃদয়ে অঙ্কন করবে বা আওয়াজের আকৃতি তোমার নিকটবর্তী করে দেবে। তুমি যার প্রতি আকৃষ্ট তার কল্পনা তুমি যখন করো, তখন তোমার আশপাশ তুমি ভুলে যাও। এমন হবে যেন তুমি তার সঙ্গে কথা বলছ। তার কাছে তোমার অনুভূতি প্রকাশ করছ। এভাবেই পাশে থাকা ব্যক্তি থেকে তোমার হৃদয় তার নিকটে চলে গেছে। এক কবি বলেছেন,

আমার দেহ আমার কাছে, হৃদয় তোমার কাছে

দেহ আমার বিদেশে, আর হৃদয় স্বদেশে।

মানুষ আশ্চর্য! আমার হৃদয়হীন দেহ আছে
আর দেহহীন হৃদয় আছে।

কল্পনা এমন কাজ, যা আমরা চেতনে-অবচেতনে সর্বদা করি। কোন ঘরে তুমি বসবাস করবে? কোন গাড়ি ক্রয় করবে? ব্যবসা, চাকরি, বিবাহ, বসবাস—সবকিছুতেই আমরা কল্পনার সহযোগিতা নিই। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নিচের হাদিসটিতে ডাবুন। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন—

أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات،
هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: فذلك مثل
الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا.

তোমরা ভাবো তো, যদি তোমাদের কারও ঘরের দরজার নিকট একটি নদী থাকে যেখানে সে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে, তার শরীরে কি কোনো ময়লা থাকবে? তারা বললেন, তার দেহে কোনো ময়লা থাকবে না। আল্লাহর রাসুল বললেন, এটাই পাঁচ ওয়াজ নামাজের দৃষ্টান্ত। আল্লাহ তাআলা এগুলো দ্বারা বান্দার গুনাহ মুছে ফেলেন।^[১]

এটা কি সম্ভব যে, এই হাদিসটি পড়ে তুমি কল্পনা করবে না—তুমি ঘর থেকে বের হয়েই তোমার পথে একটি নদী পেয়ে সেখানে পবিত্রতা অর্জন করবে। যদি আগে এমন না হয়ে থাকে তবে এখন এমন চিন্তা তোমার আসবে; কেননা, তোমার নিজের সঙ্গে কাটানো তোমার সময় অনেক মূল্যবান। শুধু বাস্তবতার ভিত্তিতেই তুমি সময় কাটাবে এমন হবে না। এমনও হবে না যে, তোমার বিবেক শুধু বর্তমান মুহূর্তগুলো নিয়েই থাকবে। বরং কল্পনা প্রতিদিন নিজেকে চিনতে তোমাকে বেশি সাহায্য করবে।

যখন তুমি 'সুরা ফিল'-এর এ আয়াতটি—'আপনি কি দেখেন না আপনার রব হস্তিবাহিনীর সঙ্গে কেমন আচরণ করেছেন?' পড়বে; তখন সেই জাতির আকৃতি কল্পনা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারবে? যেখানে বাঁকে বাঁকে পাখি তাদের ওপর পাখর নিক্ষেপ করছে। ফলে তারা ভূপৃষ্ঠে শুকনো ঘাসের মতো পড়ে আছে। এগুলোর কল্পিত আকৃতি তোমার হৃদয়ে ধারণ না করে পারবে তুমি? অথবা তুমি 'সুরা আদ্বিয়াত' পড়লে তখন কি তোমার মনে আসবে না সেই ঘোড়ার পালের কল্পনা? যেগুলো হ্রেস্বাধিনি দিয়ে দৌড়াচ্ছে। পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করছে। দিন আসার পূর্বেই শত্রুবাহিনীর ওপর আক্রমণ করছে। চলমান নাটকীয় দৃশ্যের মতো তুমি সেসব কল্পনা করবে না?

[১] সহিহুল বুখারি, সহিহ মুসলিম।

কে আছে এমন যে, সঙ্কট ও সুখময় চেহারার আকৃতি কল্পনা না করে কুরআনে জাহ্নামের সুখ-আল্লাদের আলোচনা পাঠ করে? কে আছে এমন যে, ক্লাস্তি আচ্ছাদিত ধূলিমলিন চেহারার আকৃতি কল্পনায় না এনে কুরআনুল কারিমে জাহ্নামের আজাব-দুর্ভোগের কথা পড়বে? এমন যদি না হয়, তাহলে কেন জাহ্নামের কথা শুনে কিছু দেহ প্রকম্পিত হয়। এরপর আল্লাহর স্মরণের প্রতি তাদের অন্তর খুঁকে পড়ে? অথচ, পরকালীন বিষয়গুলোর নাম কেবল দুনিয়াতে পাওয়া গেলেই উভয়টি এক নয়। কারণ, পরকালীন আগুন আর দুনিয়ার আগুন কোনোভাবেই এক জিনিস নয়। মিল শুধু নামের-ই। আকার ও বৈশিষ্ট্যে যোজন ফারাক উভয় জগতের শাস্তিতে...!

একবার ফুটপাতে এক ব্যক্তিকে দেখলাম কিতাব বিক্রয় করছে। সে একটি কিতাব দেখাল *আত-ত/ওয়হুদ* নামে। কিতাবটি লিখেছেন হারিস বিন আসাদ আল মুহাসিব। প্রচণ্ড আর্থহ নিয়ে আমি কিতাবটি পড়লাম। কিতাবটি পড়তে গিয়ে আমি নিজেকে জীবন-মৃত্যুর সন্ধর, আজাব ও সুখের মুখোমুখি করলাম। কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে।^[১] তুমি সেটা পড়তে পারো বা নিচের লিংক থেকে অডিও বুক হিসেবে শুনতে পারো।^[২]

মূলত কল্পনা বেকোনো পাঠককে গল্প বা ঘটনার গভীরে পৌঁছে দেয়। শুধু বাহির থেকে দর্শনকারী নয়।

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ "إذا الشمس كورت" و "إذا السماء انفطرت" و "إذا السماء انشقت".

যে ব্যক্তি কিয়ামত স্বচক্ষে দেখতে চায় সে যেন সূরা তাকবির, সূরা ইনফিতার এবং সূরা ইনশিকাক পড়ে।^[৩]

আল্লাহর নাম ও গুণাবলি কল্পনা এবং ধারণার মাধ্যমে বোঝা যায় না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ.

তারা তাঁকে জ্ঞান দিয়ে বেঁটন করতে পারবে না। [সূরা হুহা, অয়াত: ১১০]

কুরআনের অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে,

[১] <http://media.islamtoday.net/real/c/ALtwahoom.mp3>

[৩] *মূলদাতু আহমাদ, কুনাদুত্-তিমদিকি, মুত্তাফাফে হাকিনা*

لَا تُذِرْكُمُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُذِرْكُمُ الْأَبْصَارَ.

কোনো চর্মচোখ তাকে অনুধাবন করতে পারে না। কিংহ সকল চক্ষু তাঁর
আয়ত্ত্বাধীন। [সূরা আনআম, আয়াত: ১০৩]

কিন্তু তবুও কল্পনা থেকে চিন্তাকে বিরত রাখা যায় না। তাই ইমামগণ বলেছেন, তোমার
অস্তরে যেমন আসবে আল্লাহ তেমন না। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বলেন,

أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لاتضامون في رؤيته.

নিশ্চয় তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখবে যেমন দেখছ এই চাঁদকে।
সেদিন তোমরা তাকে দেখতে পারে কোনো ভিড় ছাড়াই।^[৪]

আরেক হাদিসে দেখা যাচ্ছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহসানের
পরিচয় দিচ্ছেন এভাবে,

أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم إلا تراه فإنه يراك.

তুমি যেন আল্লাহকে দেখছ এমন করে তার ইবাদত করো। যদি তুমি তাকে
না দেখো, তবে এটা মনে রেখো—নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন।^[৫]

এই হাদিসে দেখা যাচ্ছে তিনি ইহসান বোঝাচ্ছেন শ্রোতাদের কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে।
এখানে যেটা বলা হয়েছে—সেটা ব্যক্তিকে ইবাদতে উৎসাহিত করার এবং তাকে
মনোযোগী করার অনেক বড় এক স্তর। এ কারণে ইবাদতের মর্ম তৈরি হয় এবং
ইবাদতকে নিছক ছকুম পালন থেকে উপভোগ্যে পরিণত করা হয়। তাই এক হাদিসে
দেখা যাচ্ছে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু
আনহুকে বলেন, ‘হে বিলাল, তুমি আমাদেরকে নামাজ দ্বারা আনন্দিত করো’।^[৬]

কল্পনা এমন একটি মানসিক শক্তি, যা ব্যক্তিকে বর্তমান এবং সীমাবদ্ধতার বিন্দুক থেকে
বের করে দেয়। অতীতকে তার ব্যক্তিবর্গ এবং ঘটনাসমূহের সঙ্গে যাপন করার সুযোগ
করে দেয়। বর্তমানকে নিজের ইচ্ছানুযায়ী এবং ভবিষ্যৎকে পরিকল্পনা অনুযায়ী
কাটানোর ব্যবস্থা করে দেয়। কল্পনা স্থান ও কালের উর্ধ্বে হয়ে থাকে! জীবনের সকল
পরিবর্তনের পূর্বেই কল্পনা বিদ্যমান থাকে। কল্পনা এমন গোপন উপায়-লক্ষ্য নির্ধারণকে

[৪] সহিহুল মুখান্নি, সহিহ মুসলীন

[৫] সহিহুল মুখান্নি, সহিহ মুসলীন

[৬] মুলানায়ে আহমাদ, সুনানু আবি দাউদ

সহজ করার জন্য যা আমরা ব্যবহার করি। বোধ যার মাধ্যমে জীবনের কষ্ট শেষে নেয়। কল্পনা আমাদেরকে উন্নত ভবিষ্যতের স্বপ্ন, জটিলতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ এবং বিপদ দূর করতে সাহায্য করে। তোমার সমাজ যেই প্রতিকৃতিতে আছে বা তুমি যেই প্রতিকৃতির ওপর আরোহণ করতে চাও, প্রথমে সেই প্রতিকৃতির কল্পনা করা তোমার জন্য আবশ্যিক। এরপর তুমি পথ চলা শুরু করবে। যার ফলে তোমার ভবিষ্যৎ চাহিদার কাল্পনিক প্রতিকৃতি তোমার লক্ষ্য হবে। চলার পথে স্বপ্নের সূচনা কল্পনা থেকেই হয়। আর কল্পনাকে সাজিয়ে তোলে মানুষের বিবেক বা অন্তর।

কালের বিবর্তন যখন তোমাকে এতটাই ঘায়েল করে যে, বাস্তবতা পরিবর্তনের কল্পনা করতে পারো না এবং তোমার জীবনকে সেই বাস্তবতা থেকে আলাদাও করতে পারো না; তখন তুমি মূলত কল্পনায় অক্ষম হয়ে বাস্তবতাকে মেনে নিচ্ছ এবং কষ্টভোগের পরিধি দীর্ঘ করছ। তোমার বিশ্বাস করতে হবে যে, পরিবর্তনের প্রথম ধাপই হলো পরিকল্পনা। কারণ, বন্ধদ্বারের ভেতরে তোমার আগে কেবল তোমার কল্পনাই পৌঁছতে পারে।

খাববাব ইবনুল আরাতে রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা আল্লাহর রাসুলের কাছে অভিযোগ নিয়ে গেলাম। তিনি কাবার ছায়ায় একটি চাদর হেলান দিয়ে বসে আছেন। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করবেন না? আমাদের জন্য দুআ করবেন না? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار، فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون.

তোমাদের পূর্ববর্তীদের একজনকে ধরা হতো এরপর তার জন্য গর্ত করে তাকে সেই গর্তে রেখে করাত এনে তার মাথায় রেখে তাকে দুই টুকরো করে ফেলা হতো। আরেকজনকে ধরে লোহার চিকুনি দিয়ে তার হাড় এবং মাংস আঁচড়ানো হতো। কিন্তু এসব তাদের ধীন থেকে তাদেরকে ফেরাতে পারত না। আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় তিনি এই ধীন পূর্ণ করবেন, তখন দেখা যাবে সানআ থেকে হাজারমাইল পর্যন্ত কেউ ভ্রমণ করলে সে কেবল আল্লাহকে ভয় পাবে এবং নিজের ছাগলের জন্য নেকড়েকে ভয় পাবে। কিন্তু তোমরা খুবই ত্বরান্বিত।^[১]

[১] সহিহুল বুখারি

এটি ইসলামের একটি ঐতিহাসিক রূপ, যা শ্রোতার কল্পনাকে প্রভাবান্বিত করে। এবং তার হৃদয়ে বেঁচে থাকার আকৃতি জানায়। ফলে মুমিন সেটাকে নিজের সামনে দৃশ্যমান দেখতে পায়। কারণ, নবিজির ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়া তো নিশ্চিত। এই হাদিস একটি ইতিবাচক কল্পনাকে এঁকে দেয় শ্রোতার হৃদয়ে। তা হলো এমন—ভয় ও বিশ্বঙ্খলায় পৃথিবীর চারদিক ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত। খুন, লুটতরাজে অস্থির পৃথিবীতে শাস্তি ও নিরাপত্তা স্থির হয়ে যাবে।

মানুষ অনধিকার চর্চা ও পরাধীনতা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে এবং মানুষের মধ্যে থাকবে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ভীতির পরিবেশ “সে কেবল আল্লাহকে এবং নিজের হাগলের জন্য নেকড়েকে ভয় পাবে”—নববি এই ভবিষ্যদ্বাণী সেই অবস্থাকে সংক্ষেপে তুলে ধরেছে। এটা সেই নিরাপত্তা না; যে নিরাপত্তা তোমার ওপর ভয় বা তোমার ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে তোমার অধিকারগুলো বাজেয়াপ্ত করবে। বরং এটা এমন নিরাপত্তা, যা সম্মান সুরক্ষিত রাখবে, মর্যাদা বাড়িয়ে দেবে। ফলে মানুষ কেবল তার রবকেই ভয় পাবে। এমনটি হবে না যে, তুমি এই হাদিসটি পড়বে—অথচ তোমার কল্পনায় একজন রাখালের আকৃতি ভাববে না, যে উটে চড়ে পাহাড় আর উপত্যকায় চলছে। নিজের বকরিগুলো উচ্চৈঃস্বরে ডাকে এবং সে সেগুলোকে নেকড়ে থেকে রক্ষা করেছে। তখন বকরির জন্য ওতপেতে থাকা নেকড়ের রূপ তোমার কল্পনায় অঙ্কিত হবে; বকরির রাখাল একমাত্র যাকে নিজের বকরির জন্য আশঙ্কা মনে করে।

খন্দকযুদ্ধে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় কোদাল দ্বারা একটি পাথরে আঘাত করলে সেখান থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্ আকবার! আমাকে সিরিয়ার চাবিগুলো দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি এখান থেকে সিরিয়ার লাল দালানগুলো দেখছি—এরপর তিনি ‘বিসমিল্লাহ’ বলে পুনরায় আঘাত করলে পাথরটির এক তৃতীয়াংশ ভেঙে যায়। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ্ আকবার! আমাকে পারস্যের চাবিগুলো দেওয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ! আমি এখান থেকে মাদায়েন নগরী দেখতে পাচ্ছি এবং সেখানকার শুভ্রপ্রাসাদগুলো আমার চোখের সামনে ভাসছে এরপর ‘বিসমিল্লাহ’ বলে আঘাত করে অবশিষ্ট পাথরটুকু ভেঙে ফেলেন। তখন তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমাকে ইয়ামেন প্রবেশের চাবি দেওয়া হয়েছে। আমি এখান থেকে সানআ নগরীর দরজাগুলো দেখতে পাচ্ছি।^[৮]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তর্দৃষ্টির সংযোগ ছিল আসমানের সঙ্গে। তাই তিনি দেখতে পেয়েছেন। তাঁর সাহাবিগণ দেখতে পাননি। কিন্তু মুনাফিকদের ঈমানের যে অবস্থা ছিল, তার থেকেও নিচে নেমে গেছে। মুনাফিকরা সেদিন বলেছিল,

[৮] মুসলিম আহমাদ

‘আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আমাদেরকে প্রত্যক্ষের প্রতিশ্রুতিই দেন কেবল’। [সূরা আহযাব, অয়াত: ১২]

পক্ষান্তরে সাহাবাগণ রাসুলের সংবাদকে সত্যায়ন করে বলেছিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল আমাদেরকে যে জিনিসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এটাই সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবতা। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল প্রতিশ্রুতিতে সত্য ছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি তাদের ঈমান আর আত্মসমর্পণকে বাড়িয়ে দিয়েছে। [সূরা আহযাব, অয়াত: ২২]

কয়েদি যখন ভাবে তার বন্দিত্ব কেটে যাবে। দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। দল আবার একত্রিত হবে এবং সে তার জীবনকে উদ্যমতার সাথে নতুন করে শুরু করবে; তখনই কেবল সে চ্যালেঞ্জগুলো প্রতিরোধ করতে পারবে। অপমান সহ্য করে এগিয়ে যেতে পারবে। আল্লাহর ওপর ভরসা করে দ্রুত মুক্তির আশায় বন্দিত্ব কাটাতে পারবে। যখন সে একাধতার সঙ্গে নামাজ এবং অশ্রু বিধৌত দুআর মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবে; তখন সে বর্তমান অবস্থার চেয়ে আল্লাহর হাতে থাকা জিনিসের ওপর অধিক নির্ভর হয়ে জেলখানা থেকে বের হতে পারবে। কারণ, দুআ কল্পনাকে বাস্তব করে তোলে। কবি বলেন,

আমি দুআ করি এমন করে যেন আমি দেখছি
আল্লাহ কী করবেন? তার প্রতি সুখারণার কারণে।

শিক্ষাকেন্দ্রে আমি কল্পনা সম্পর্কে পড়িনি। দীক্ষাকেন্দ্রে আমি কল্পনার কথা শুনিনি। পরিবার বা সমাজে কল্পনাকে প্রবৃদ্ধি করা এবং তাকে ফলবান করার কোনো প্রকল্প আমি পাইনি। বরং জীবনের অন্যান্য ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মতেই অনেক পরে আমি কল্পনার গুরুত্ব বুকেছি। এবং ব্যর্থতা রোধে ও সফলতা অর্জনে কল্পনার প্রভাব আবিষ্কার করতে পেরেছি। আচ্ছা, তুমি কতবার কল্পনা সক্রিয় করা এবং কল্পনাশক্তি উৎসাহিত করার কোর্সে উপস্থিত হয়েছিলে? তুমি কি কল্পনার এই অভিনব আর মুগ্ধকর জগৎ আবিষ্কারে একটি কিতাবও পড়েছিলে?

আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন, ‘কল্পনা জ্ঞানের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ’। এই কথাটি কি সঠিক? এই প্রশ্ন একেবারেই স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাবে—কয়েকটি কারণে অনেক ক্ষেত্রেই এই কথাটি সঠিক।

১. আমরা বর্তমানে যা জানব জ্ঞান তা সীমাবদ্ধ করে দেয়, জ্ঞান বর্তমানের জানার ওপর সীমিত থাকে। পক্ষান্তরে কল্পনা বর্তমানকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতে কী আবিষ্কার করব সেটাও বলে দেয়।
২. কল্পনা নতুন কিছু আবিষ্কারে অভিজ্ঞতা এবং অতীতের রূপ সামনে রেখে প্রতিষ্ঠিত হয়। যার কারণে বলা যায়—কল্পনা একইসঙ্গে আবিষ্কারক ও তৈরিকারক।

৩. জ্ঞানকে বাস্তবতায় রূপায়ণের জন্য কল্পনা এক বিশেষ যন্ত্র।

বিমানে আরোহণ ভীতিতে আক্রান্ত ব্যক্তি জানে, বিমানে দুর্ঘটনার হার একেবারে কম। কিন্তু তার ভূপাতিত হওয়ার কল্পনা এবং আতঙ্কের মুহূর্তগুলোর উপস্থিতি তার ভীতিকে আরও সুদৃঢ় করে তোলে। কিন্তু যখন সে নিরাপদে পৌঁছে যাওয়া, পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, চাকরির নিয়োগ, সভা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের কল্পনা করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন তার ভীতি ধীরে ধীরে কেটে যাবে। বিমানে আরোহণ তার জন্য উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

প্ররোচনা কী? প্ররোচনা মূলত নেতিবাচক কল্পনাকেই বলা হয়। একজন ব্যক্তি তার পিঠে শুকনো স্থান দেখে ধারণা করল তার নামাজ হয়নি। কেউ কল্পনা করল সে সিজদা করেনি। কেউ কল্পনা করল বিবাহ তার জীবনে বিপদাপদের দরজা উন্মোচিত করে দেবে... এটাই প্ররোচনা। ইতিবাচক কল্পনা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই প্ররোচনা চলে যাবে। আর ইতিবাচক কল্পনা সুপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে। যেকোনো চিকিৎসার মূল ভিত্তিই হলো ইতিবাচক কল্পনা।

বৃটিশ লেখক হারবার্ট জর্জ ওয়েলস (মৃত ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ) ২০০০ সালে বিশ্ব সম্পর্কে তার প্রত্যাশাগুলো লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেখানে তিনি গাড়ি আর বিমান সম্পর্কে কল্পনা দেখিয়েছিলেন, শহর ছেড়ে মানুষ উপশহরে স্থানান্তরিত হওয়া শুরু করার কল্পনা দেখিয়েছিলেন। সামাজিক বন্ধনের ধরন পরিবর্তন এবং শিথিলতা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। তিনি ইউরোপীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ব্যক্ত করেছিলেন। তার প্রত্যাশাগুলো অনেকাংশে বাস্তবায়িত হয়েছিল। আর এটা সম্ভব হয়েছে কল্পনার কারণেই।

এজন্য বলা যায়—মেধারী আর আবিষ্কারকগণই কেবল কল্পনার মুখাপেক্ষী নন! বরং সকলেই মুখাপেক্ষী।

যেকোনো আবিষ্কার আর উদ্ঘাটন প্রথমে অভিনব আবিষ্কারকদের কল্পনায় অভিনবভাবে রচিত হয়। এরপর তা তাদের কিতাবে ও বর্ণনায় আসে। তাদের মস্তিষ্কখচিত জ্ঞানই তো আমাদেরকে উন্নতির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়।

পূর্ব পরিকল্পনা ব্যতীত কোনো সফলতা অর্জন সম্ভব না। বর্তমানে যে-সকল বিমান, মোবাইল, কম্পিউটার, ফোন এবং গাড়ি দেখা যায়। সবগুলোই আমাদের শহর, পকেট এবং ঘরে দৃশ্যমান হওয়ার পূর্বে কোনো আবিষ্কারকের কল্পনায় ছিল। এরপর ধীরে ধীরে বাস্তবতায় এসেছে। বিমানের কথাই বলা যাক। পাখির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করা এবং উড়ন্ত বিহানার চিন্তা আবাস বিন ফিরনাসকে তারপর 'রাইট ভ্রাতৃদ্বয়কে' বিমান আবিষ্কারের কল্পনা দিয়েছে।

কল্পনার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে আমেরিকান উদ্ভাবক থমাস এডিসন বলেন, ‘কোনোকিছু আবিষ্কার করতে তোমার প্রয়োজন উর্বর কল্পনা এবং ধাতবের ছোট স্থূপ’। বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কারের জন্যই কেবল কল্পনা প্রয়োজন এমন নয়। বরং জীবন ও সফলতার পথ, অভিনবত্ব আর পরিবর্তনের রাস্তা আবিষ্কারের জন্যও কল্পনার প্রয়োজন। এই কল্পনাই সেই চিরস্থায়ী খনি যেখান থেকে সাহিত্যিক ও জ্ঞানীগণ নিজেদের মূলধন বের করেন। এরপর সেই মূলধন সময়ের ধারাবাহিকতায় তাদের হাতে স্থায়ী কর্মে ও আবিষ্কারে রূপান্তর হয়।

জার্মানি বিজ্ঞানী জোহানেস কেপলার (১৫৭১-১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দ) চাঁদে ভ্রমণের একটি কাহিনি লিখেছেন। সেখানে তিনি চাঁদের বর্ণনা দিয়েছেন। কীভাবে তিনি পৃথিবী থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং চাঁদ তাকে আকর্ষণ করেছিল? সেই বর্ণনা দিয়েছেন। তার কল্পিত ঘটনাটি মূলত পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব থেকে উৎসারিত। তার সেদিনের কল্পনা একদিন বাস্তবতার রূপ নিয়েছে। বিজ্ঞানীরা চাঁদে ভ্রমণ করেছে।

প্রশস্ত কল্পনার অধিকারী খেলোয়াড়ই কেবল রেকর্ড নাম্বার ভেঙে দিতে পারে। পক্ষান্তরে যে খেলোয়াড়ের মনে উঁকি দেয় পড়ে যাওয়ার শঙ্কা, সে সাধারণত তার শঙ্কানুযায়ী পতিতই হয়। যখন কোনো প্রতিযোগিতা হয় এবং তুমি তার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত থাকো; কিন্তু ব্যর্থতার ধারণা তোমার মনে উঁকি দেয়—তবে ফলাফল কখনো কখনো ব্যর্থতাই আসে!

আব্বাহ তাআলাও বলেছেন, ‘আমার ব্যাপারে বান্দা যে ধারণা করবে আমি তার ধারণা অনুযায়ী তার সঙ্গে আচরণ করব।’^[১]

তুমি সফলতা অর্জনের স্বপ্ন দেখছ অথচ কম্পিউটার গেমসে, বন্ধুদের আড্ডায় এবং ভ্রমণে তোমার সময় নষ্ট হচ্ছে; তাহলে অতিসত্বর তুমি দরিদ্রতা অর্জন করতে পারবে। যদিও এখানে তোমার কল্পনাটি স্বাভাবিক। কারণ, মিশরীয় একটি বাগধারা আছে ‘অনাহারী স্বপ্নে দেখে জীবিকার বাজার’। তোমার প্রয়োজন সফলতার। তাই তুমি সফলতার স্বপ্ন দেখবে। কল্পনা করবে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই কল্পনা, এই স্বপ্নের পরও কিছু কাজ আছে, যা স্বপ্ন আর কল্পনা বাস্তবায়নে আবশ্যিক।

তোমার স্বামী যদি ঘরে ফিরতে বিলম্ব করে তখন তার ব্যাপারে কী ধারণা করবে তুমি? তুমি কি কল্পনা করবে সে কোনো বিপদে পড়েছে? তুমি কি ধারণা করবে সে কোনো নিষিদ্ধ প্রেম সম্পর্কে জড়িয়েছে? তুমি তার ব্যাপারে যেমন ধারণা করবে তার ফেরার পরে তুমি তেমন আচরণই করবে। কল্পনা আর ধারণার কারণে অনেক কিছুই পালটে যায়। তাই তো কল্পনার ওপর ভিত্তি করে স্ত্রীর ব্যবহার খারাপ বা ভালো হয়ে যাচ্ছে।

[১] সহিছল লুখামি, সহিছ মুদাঈম।

তুমি যখন নিজেকে কল্পনা করবে যে, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তুমি সুন্দর ভালোবাসাপূর্ণ একটি পরিবেশে সময় কাটাচ্ছ; তখন তোমার সেই সুন্দর মুহূর্ত বাস্তব অনুভূত হবে। তুমি যখন কল্পনা করবে তুমি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছ আর তোমার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ছেলে-সন্তান তোমার অপেক্ষায় আছে; তখন তোমার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে যাবে এবং চিন্তার কারণে তোমার হৃদয় পুড়তে থাকবে। যখন তুমি অনেক পেছনে ফিরে যাবে এবং সেই মুহূর্তের কল্পনা করবে; যেই মুহূর্তে ফেরেশতাগণ তোমার সম্মানিত আদি পিতাকে সেজদা করেছিল। তখন এই কল্পনা তোমার মধ্যে মানবিক মর্যাদার বোধ জাগাবে, যে সৃষ্টিকর্তা তোমাকে সৃষ্টি করে উত্তমরূপে সাজালেন এবং অন্যদের তুলনায় বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বে তোমাকে ভূষিত করলেন।

তার সুমহান অনুগ্রহের অনুভূতি তোমার অন্তরে নতুন করে জাগৃত করবে। ফলে তুমি তিনি ব্যতীত অন্য কারও কাছে মাথানত করবে না। এবং তোমার সমজাতীয় মানুষদের সঙ্গে তোমার আচরণ হবে সীমালঙ্ঘন ও তুচ্ছতা মুক্ত। কবি খলিল ফারাহিদি বলেছেন,

সকল অপরাধীকে ক্ষমা করা আমি বাধ্য করে নিজেছি
 যদিও তারা আমার ওপর অনেক বেশি অত্যাচার করে।
 মানুষ তো তিন প্রকারের এক প্রকার
 সম্মানিত, অসম্মানিত এবং অত্যাচারী।
 যে আমার উপরস্থ আমি তার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকার করব
 তার অধিকার আদায় করব, অধিকার তো তার প্রাপ্য।
 সমজাতীয় কেউ যদি হেঁচট খায় বা ভুল করে,
 তাহলে অনুগ্রহ করি; অনুগ্রহ সম্মান নিয়ে আসে।
 নিম্নস্তরের কেউ যদি অসৎ কিছু বলে তবে আমি বিরত থাকি
 উত্তর প্রদানে; ভৎসনাকারী ভৎসনা করুক না তাতে কী?

কল্পনা চরিত্রকে সুন্দর করে। ক্ষমা করতে সহযোগিতা করে। তুমি যখন নিজেকে অন্যের স্থানে কল্পনা করবে—তার ভুলের কারণ অপ্রবেশে, তার হৃদয়ানুভূতি অনুধাবনের জন্য বা তার ওজরের গ্রহণে; তখন তো তুমি নিজেকে তার স্থানেই কল্পনা করবে। ফলে তাকে ক্ষমা করা তোমার জন্য সহজ হবে। এবং নিজেও ভুল থেকে বেঁচে থাকার সুযোগ হবে। ব্যক্তির কল্পনা আর ইচ্ছার মধ্যে যদি বিরোধ বাধে তবে কল্পনাই সাধারণত বিজয়ী হয়। তোমার জন্য কি এটা সম্ভব হবে যে, তুমি কল্পনা দিয়ে ইচ্ছাকে শক্তিশালী করবে, পরীক্ষা অথবা জ্ঞানগত তুলনার জন্য প্রস্তুতি নেবে। তাহলে একই সময়ে ইতিবাচক কল্পনা তোমাকে সফলতার সুসংবাদ দেবে। যদি এমনটি করতে পারো, তবে তোমার ভাগ্য অনেক সুপ্রসন্ন হয়ে যাবে।

কল্পনা তোমার শাঙ্গিক, জ্ঞানগত ও জীবনকেন্দ্রিক যোগ্যতা বাড়িয়ে দেবে। চিন্তাশক্তি এবং অভিনবত্ব তৈরিকে সুদৃঢ় করবে।

এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া যুবকদের এমন বই পড়া উচিত; যে বই কল্পনার এই গোপন শক্তির ব্যাপারে তাদের চোখ খুলে দেবে। অথবা তারা কল্পনা সক্রিয় করা বা কল্পনা উৎসাহিত করার কোর্সে উপস্থিত হতে পারে।

কল্পনামুগ্ধ সাহিত্য এবং সুন্দর কবিতা সমগ্র ‘আমিহের’ অহং থেকে পর্দা সরিয়ে দিতে পারে। তোমার লাইব্রেরিতে কয়টি কাব্য সংকলন পাওয়া যাবে? কয়টি পড়েছ তুমি? কয়টি মুখস্থ করেছ? আর কয়টিই-বা তুমি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করেছ? এসব পড়া উচিত। সশব্দে পাঠ করা উচিত। তাহলে ভেতরে মানবিকতা জাগ্রত হবে। হৃদয় কপুষ্মুক্ত হবে।

বাস্তবতা ও কল্পনা কেবল যথেষ্ট না। কখনো মানুষের কল্পনা যৌক্তিকতা থেকে সরে পড়ে, তখন আর সেটি কল্পনা থাকে না। সেটা হয়ে যায় জাগ্রত থেকে এমন স্বপ্ন দেখা—বাস্তব ও বাস্তবের অনুসঙ্গের সঙ্গে যার কোনো মিল নেই।

ন্যায্যনিষ্ঠ মানবিকতা কল্পনাকে সক্রিয় ও কার্যত করতে আহ্বান করে। বাস্তবকে বর্জন করতেও বলে না। তবে বাস্তবকে ঘিরে থাকতেও বলে না। মানুষের কল্পনা যদি হয় মস্তিষ্কের ডান পাশের কাজ, তাহলে বোঝা ও উপলব্ধি করা মস্তিষ্কের বাম পাশের কাজ। এই দুই কাজের যেকোনো একটি বর্জন করা মূলত তোমার আয়ত্তে থাকা অমূল্য সম্পদ হারানোর নামাস্তর। তাই উভয়টিই কাজে লাগাতে হবে। কল্পনাও করতে হবে নানা বিষয়ে, আবার সে অনুযায়ী কাজও করতে হবে।

অনেক বিলম্বে আমি উস্তাদ খলিল আবু কাউরা লিখিত ‘আল পিয়ালুল ইলমি ওয়া তানমিয়া/তুল ইবদা’ (বৈজ্ঞানিক কল্পনা ও সৃজনশীলতার উন্নতি) নামক গ্রন্থটি পেয়েছি। সেটি পড়ে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। তোমরাও পড়তে পারো।





স্মৃতিচারণের বিজ্ঞানা

এক রাতে আমি কষ্টদায়ক ও ভীতিকর এক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অসুখাধারী এক সিপাহি আমার কাছে আমার ব্যক্তিগত পরিচিতি কার্ড চাইল। আমি দিলে সেটা নিয়ে আমাকে বলল, দাড়িয়ে থাকতে। আমি একটু সরতে চাইলে আমাকে এমন এক ধমক দিলো; যা মোটেও সুখকর ছিল না। যখন আমি এই ঘটনা বর্ণনা করব, তখন আমি এটি বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করব। যদি এই ঘটনাটিই অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বর্ণনা করি তবে দুই দৃষ্টিকোণের বর্ণনায় কিছু জায়গায় অমিল পাওয়া যাবে। এটা হলো এই ঘটনাটি বর্ণনা, স্মরণ ও আলোচনার একটি দিক মাত্র। যাই হোক, সেই অবস্থাটি নিরাপদে কেটে গেল। ঘটনার পর সেই রাতেই অল্প সময়ে দশবারের মতো অবস্থাটি আমার মনে এলো। একবার স্মৃতি সেই অবস্থাটিকে আমার জন্য আকর্ষণীয় এবং অন্যদের জন্য বিবজ্জিকর সকল বিবরণসহ আমার সামনে উপস্থিত করল। আবার কল্পনা অবস্থাটিকে দীর্ঘ ও বড় করে নিয়ে এলো। যেমন স্মৃতি কল্পনা করল এভাবে—তোমাকে সেই সিপাহি তার সঙ্গে কোনো একদিকে যেতে বাধ্য করল। তার প্রধানের সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করিয়ে দিলো। সেই প্রধান তোমাকে ভৎসনা করল বা কোনোরকম ওজর দেখিয়ে তোমাকে চলে যেতে বলল। অথবা স্মৃতি এভাবেও কল্পনা করতে পারে যে, সে রাতের ঘটনাটি সংঘাত এবং সংঘর্ষে গড়িয়েছে। কিংবা স্মৃতি এভাবেও কল্পনা করতে পারে যে, ঘটনাটি অন্যভাবে অতিবাহিত হওয়ার ছিল। যেমন তুমি সবার ও সহনশীলতার পূর্ণ পরিচয় দিলে। হাসলে এবং তার মন মতো চললে। তাহলে কী হতো? সে তোমার প্রতি সদয় হতো এবং বলত, আপনার জন্য কোনো সমস্যা নেই। অথবা প্রশ্ন-উত্তরের নথি খুলে বসত এবং তোমাকে কিছু আদেশ দিত যে, পরবর্তী সময়ে কখনো এই পথে আসবে না অথবা নিরাপত্তা রক্ষীদের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়? তাদেরকে কীভাবে সম্মান দেখাতে হয়? শিখে নেবে।

ঘটনা তো একটাই ঘটেছে, কিন্তু ঘটনার প্রতিটি অংশ বাস্তব থেকে ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে। আর এখানেই কল্পনা বিভিন্নরূপে তার কাজ করে যায়। ঘটনাটি ঠিক মনে আসার সময়, চিন্তাভাবনার পর্যবেক্ষণ করা, আমার আত্মার সংশোধন করা এবং কল্পনার নতুন অভ্যাস গড়ে তোলা বা আচরণে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অনেক উপকারী। এই চিন্তাভাবনার পর্যবেক্ষণের জন্য আমাদের উচিত একবার নয়, শতবার এমনকি লক্ষবার চর্চা করা! ভাবা যে, একই ঘটনাকে কতভাবে কল্পনায় হাজির করা যায়!

একবারের কল্পনা

নামাজে থাকাবস্থায় ঘটনাটি কীভাবে যেন আমার স্মরণে এলো! আমি রুকু করছি, সিজদা করছি, সিজদা থেকে মাথা উঠাচ্ছি আর বিব্রত হয়ে সেই অবস্থাটি কল্পনা করছি। কীভাবে হলো? এত তাড়াতাড়ি কীভাবে? যদি এমন না হতো; তাহলে কেমন হতো? এমতাবস্থায় আমি কল্পনায় নিজেকে সম্বোধন করে বলছি, মানুষ যদি সেখানে একত্রিত হয়ে তোমাকে দেখত—তুমি কীভাবে রাগ করছ! আর বলত, আমাদেরকে সবার আর সহনশীলতার পাঠ শিখিয়ে কীভাবে আপনি বেগে গেলেন!?

অথবা কীভাবে তোমার সঙ্গে সিপাহি এমন আচরণ করল যে, তুমি ভয়ে কাতর হয়ে পড়েছিলে। কিন্তু তোমার দেশ ও নিরাপত্তা বাহিনী এতটুকু দ্বিধায় ও জড়ায়নি। তোমার পরিচয়ে তারা বিব্রতবোধও করেনি!

এই একই ঘটনা দ্বিতীয়বার কল্পনায় এসেছিল যুগের প্রস্তুতির সময় এবং পাঁচ মিনিট থেকে বেশি সময় আমাকে অনিদ্রার শিকার করে রেখেছিল!

তৃতীয়বার কল্পনা আমার জন্য মানবিক আচরণের এমন একটি সুন্দর আকৃতি এঁকে দিয়েছে—যা শাস্ত হাসি, মুগ্ধ আচরণ, তাৎক্ষণিক সমাধান, সবার এবং ক্রোধের অনুভূতি দমনের বিবরণ দেয়। ফলে যেকোনো অবস্থা নম্র ও বিনীতভাবে সমাপ্ত হতে পারে। আর নিশ্চয় তখন এই ঘটনাও নম্রতার সঙ্গে শেষ হতো যদি তুমি এমন অপরিচিত হতে যে, লোকটি তোমাকে চিনে না এবং তোমার ও তার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। এমনকি যদি তুমি প্রবাসী হতে (আরবে অনেকে এখানে ‘আজনবি’ পরিভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু এই পরিভাষাটি বর্ণবাদ বহন করে। এই বর্ণবাদ থেকে আমাদের বেঁচে থাকা উচিত) তাহলে তখনও সেই অবস্থাটি কোমলভাবে শেষ হয়ে যেত। কেননা, সবার করে কোনো প্রতিক্রিয়া না দেখানো এবং শাব্দিক ও শারীরিক প্রত্যুত্তর থেকে বিরত থেকে প্রতিপক্ষকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়ে তাকে ছাড় দিতে বাধ্য করে।

একটি স্মৃতিচারণ আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে আমার ব্যবহৃত সেই শব্দের কথা; যা আমি সেই সিপাহিপ্রধানের সঙ্গে কথা বলার সময় বলেছিলাম। যখন সে আমার কাছে

সিপাহির কাজের ওজর পেশ করেছিল তখন... আমি তার চেয়ে বড় বা আমি দেশের নাগরিক সেটার প্রতি লক্ষ্য না করলেও তার এ ধরনের হস্তক্ষেপ করার অধিকার ছিল না। এমনকি যদি সে কোনো 'বাঙালি'র সঙ্গে আচরণ করে তবুও তার এ ধরনের হস্তক্ষেপ অনধিকারচর্চা। 'বাঙালি' এমন একটি শব্দ, যা বর্তমানে আরবে তুচ্ছতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। তুচ্ছতার ক্ষেত্রে এ জাতিকে প্রবাদতুল্য বানানোর কোনো কারণই নেই। তবুও লোকজন বানিয়ে নিয়েছে। এটাই বর্ণবাদ। এটাকে প্রবাদ বানিয়ে নেওয়া বা এটা দ্বারা তুচ্ছতা বোঝানো একেবারেই অযৌক্তিক। বিশিষ্ট এক লেখক একটি প্রবন্ধ লিখেছেন বাংলাদেশের কিছু সৃজনশীলব্যক্তি আর উদ্ভাবকদের নিয়ে। তাদেরই একজন ড. মুহাম্মদ ইউনুস। যিনি গরিবদের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে নোবেল পুরস্কার জিতেছেন। এতে বিশ্বায়ের কিছু নেই যে, এ জাতির জন্য সং, যোগ্য এমন নেতার ব্যবস্থা হয়ে যাবে, যার মাধ্যমে এরা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। মালয়েশিয়ার ঘটনা আমাদের থেকে বেশি আগের তো না, ভালো নেতার কারণে তারা কত আগে বেড়ে গিয়েছে।

আরেকটি স্মৃতিচারণ ছিল আমার বন্ধুবান্ধব এবং আশপাশের লোকজনদের কাছে আমার সেই ঘটনা বর্ণনা করার মুহূর্ত নিয়ে। বীরত্ব তখন আমার কথায় প্রকাশ পেয়েছিল। আমার 'আমিত্ব' প্রস্তুতি নিয়েছিল নিজের সম্পর্কে কিছু বলতে। এবং চেয়েছিল বর্ণনাতন্ত্রির মাধ্যমে অন্যদের মধ্যে প্রভাব ফেলতে এবং অন্যকে এমন সিদ্ধান্তহীন আবেগপ্রবণ ব্যক্তির অবস্থা দেখাতে; যে কিছুই বোঝে না। অথচ, তার সম্ভার মধ্যে রয়েছে বীরত্ব, সবর, স্নায়ু নিয়ন্ত্রণ বা দ্রুত বুদ্ধি এবং দ্রুত প্রতিক্রিয়ার বিশেষ আগ্রহ। ইয়া আল্লাহ, এ ধরনের আরও কত স্মৃতিচারণ! আমাদের অতিবাহিত স্মৃতিচারণগুলোর পুনরাবৃত্তিতে আমাদের সময় এবং জীবনের কত অংশই না ফুরিয়ে গেলে! এই পুনরাবৃত্তি থেকে আমরা আমাদের জবান হেফাজতে উপকৃত হতে পারি। যেন আমাদের চিন্তা এবং কার্যক্রমগুলো সুবিন্যস্ত থাকে। নিম্নবর্ণিত কুরআনের আয়াত স্মরণ করে আমরা উপকৃত হতে পারি। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد

যে কথাই মুখ থেকে বের হয় সে কথাই সঙ্গেই থাকে অতন্দ্র প্রহরী। [সূরা কাক, আয়াত : ১৮]

এমনকি মনে মনে যে কথা বলা হয় সেটাও প্রহরীগণ সংরক্ষণ করবেন। যদিও মনের কথা বলার আগ পর্যন্ত বা আমাদের আগ পর্যন্ত সেই চিন্তাটি ক্ষমাযোগ্য। একটি সহিহ হাদিসে আছে,

إن الله تجاوز عن أمي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.

আমার উম্মাত মনে মনে যেটা বলবে সেটা আল্লাহ তাআলা ফমা করে দিয়েছেন যতক্ষণ সে এটা মুখে না বলবে বা তদনুযায়ী আমল না করবে।^[১০]

মানুষের অবস্থার যাবতীয় রূপ দেখলে মনে হয় মানুষ নিজেই নিজের শিক্ষাকেন্দ্র। যদি সে এই শিক্ষাকেন্দ্র উন্মোচন করে, প্রকাশ করে এবং মানুষের থেকে দূরে সরে নিজের আত্মার সঙ্গে নির্জনে কাটায়, আত্মার কামনার ওপর সর্বর করে, তাহলে জীবনে কল্যাণের প্রবাহ করতে পারবে এবং সীমালঙ্ঘন ও অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। আল্লাহ সর্বোত্তম তাওফিকদাতা।



[১০] সহিহুল বুখারি, সহিহ মুন্দসিনা



ইমহামেবু জুপমান্না

ক্যাশ থেকে অর্থ খোয়া যাওয়ার সমস্যাটির কোনো কুলকিনারা করতে পারছিলেন না তিনি। দীর্ঘ তিন তিনটি বছর ধরে বিশ্বস্ত ম্যানেজার শত চিন্তা করেও এ বিষয়ে কোনো ফলাফলে পৌঁছতে পারেননি। একদিন রাতে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেলে তার মনে সমাধানের একটি ইলহাম প্রতিভাত হলো। তিনি তাড়াতাড়ি কলমের দিকে ছুটলেন। কিছু লেখাজেঁকা করলেন। এরপর একরাশ শাস্তি নিয়ে বিছানায় গেলেন।

সকালে তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করল, গতরাতে তিনি কী লিখেছেন? তিনি অবাক চাহনিতে স্ত্রীর দিকে অর্ধ কুঁচকে তাকালেন। এরপর কিছু না বলে তিনি গতরাতে লিখিত খসড়ার দিকে গেলেন সেখান থেকে সমস্যাটির একটি চূড়ান্ত সমাধান বের করে আনার জন্য, যে সমস্যাটি দীর্ঘদিন ধরে তার নাওয়া-খাওয়া আর ঘুম হাবাম করে দিয়েছিল।

ইলহাম কখনো স্বপ্নে চড়ে আসে, অপ্রত্যাশিতভাবে উদয় হয়, কোনো আগাম পূর্বাভাস কিংবা কোনোরাপ ভূমিকা ছাড়াই।

আজিজে মিশরের স্বপ্ন ছিল দূরদৃষ্টি ও বিচক্ষণতা সমৃদ্ধ, তিনি বলেছিলেন,

أَكْرِمِي مَفْؤَاةَ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا.

এর থাকার সুন্দর সম্মানজনক ব্যবস্থা করো। আশা করা যায়, সে আমাদের উপকার করবে। [সূরা ইউনুফ, আয়াত : ২১]

এবং সত্য সত্যই তার কথা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল, তার স্বপ্ন ছিল সত্যাপ্রিত এবং কোরআনের বিবৃতি তার কথার সত্যায়ন করেছে।

যে যত সত্যবাদী তার স্বপ্নও তত সত্য হয়, তখন স্বপ্ন আর বাস্তবতার মধ্যে কেনো পার্থক্য থাকে না।

সাধারণ মানুষ যা দেখে না তৃতীয় নয়ন তা দেখতে পায়। এর পেছনে থাকে আধ্যাত্মিক ও বিচক্ষণ চেতনার বুনন। এর মধ্যে বর্তমান দিয়ে ভবিষ্যৎ মোড়ানো থাকে। সংমিশ্রণ থাকে স্বভাবজাত প্রকৃতির সাথে অভিজ্ঞতার। এটাকেই “ইলহাম” বলা হয়, যা একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রতিভা এবং এটি দিয়ে সমাধানের কাঠামো চিত্রায়ণ করা যায়। পথের মনজিল আলোকিত হয়। কলম হলো সেই বন্দুক যা দিয়ে সমাধানের বন্য লক্ষ্যকে শিকার করা যায়। অপ্রত্যাশিতভাবে অনভিপ্রেত কোনো নতুন বা মীমাংসাপূর্ণ চিন্তার উদ্রেক, যা মনোজগতে ধাক্কা দিতে থাকে তা নিশ্চিত গভীর দূরদর্শিতা, প্রত্যাৎপন্নমতিত্ব ও গুণ্ডপার্চের একটি সূচনাপর্ব।

কারণ প্রাণিজগৎ হলো বুদ্ধিহীন, তাই তারা তাদের পানাহার ও বংশবিস্তারের ক্ষেত্রে শুধু ইলহাম দ্বারা তাড়িত হয়। শত্রু-মিত্রের চিহ্নিতকরণ, ভাবের আদান-প্রদান নির্ধারণ এবং তথ্যের সন্নিবেশনের ক্ষেত্রেও তারা ইলহামের অধীন। এজন্য আল্লাহ তাদের প্রতি নির্দেশিত এই ইলহামকে ওহি বলে অভিহিত করেছেন,

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا
يَعْرِشُونَ.

আপনার রব মৌমাছিকে তার অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন, ঘর তৈরি করো পাহাড়ে, গাছে ও মানুষ যে মাচান তৈরি করে তাতে। [সূরা নাহল, আয়াত : ৬৮]

কিন্তু মানুষ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী, বুদ্ধিমত্তা হলো সূত্র ও ফলাফলসমৃদ্ধ অধ্যয়নের হিসেব-নিকেশের প্রক্রিয়া। এটি পরিশ্রম, হিসাব ও প্রয়োজনের বলয়।

এ ছাড়া মানুষ প্রকৃতিগত সহজাতের অধিকারী যার মধ্য দিয়ে একটি নবজাতক দুগ্ধপান করা জেনে যায়, কান্না করতে জানে, ভয় পায়, হাসে, আবার শিখতে আরম্ভ করে।

মানুষ ইলহাম ও অন্তর্দৃষ্টিও বহন করে। যাকে তার ধারণা কোনো উপকার করে না, তাকে তার দৃঢ় বিশ্বাসও উপকার করতে পারে না। ঠিক যেমনটা ইলহামপ্রাপ্ত দূরদর্শী বাক্যের অধিকারী উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু, তিনি যে বিষয়েই ‘আমার ধারণা এমন হবে’—বলতেন, ঠিক তেমনটাই ঘটত।

এটি একটি আধ্যাত্মিক শক্তি। তাকে যষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা প্রাচীন বুদ্ধিসত্তা বলে অভিহিত করা গুরুত্বপূর্ণ না। এর প্রতিটি পদক্ষেপেই কিছু না কিছু রহস্য ও অস্পষ্টতা মিশে থাকে। কারণ, এটি একটি রহস্য সম্পর্কিত ব্যাপার।

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي.

তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, আপনি বলুন, রুহ হলো আমার
রবের আদেশ। [সূরা ইসরা, আয়াত : ৮৫]

তাই ইলহাম হলো ধারণা সদ্‌শ, কিন্তু এটাই প্রমাণবিহীন এক নিরোট সত্য!

ইলহামের মাধ্যমে কখনো নিঃসঙ্গতার আদেশ আসে, সেই নিঃসঙ্গতাই আবার
বিচ্ছিন্নতা আনে। আর বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন পদ্ধতিতে পাঠ করে, নিজের মতো করেই সে
অর্থ পাঠোদ্ধার করে।

উদ্ভাবনী মেধানুভূতি মিথ্যে কোনো জিনিস না এবং এর উৎসমূল হচ্ছে শ্রেষ্ঠত্বের
উপত্যকা। ইলহামপ্রাপ্ত কবি নতুন অভিজ্ঞতায় প্রবেশ করতে গিয়ে তার চারপাশের
জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়। সাধারণ সবকিছু তার কাছে গভীর অর্থসহ অর্থপূর্ণ হয়ে
উঠে, যেন সবকিছু কবির সত্তা ও মেহনতের স্মৃতি করতে উন্মুখ হয়ে আছে।

ভালোবাসা হলো ইলহামের উৎসমূল। পারস্পরিক, আধ্যাত্মিক ও হৃদয়গ্রাহী আকর্ষণ
সবসময় উজ্জ্বলতা ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। আর ইলহাম প্রাপ্তির প্রস্তুতির জন্য
অনুপ্রাণিত করে। স্পন্দিত হৃদয় ও সপ্রতিভ প্রাণশক্তির অধিকারিণী নারী ইলহাম পেয়ে
থাকেন। পুরুষের তুলনায় এ ধরনের নারী বেশিই উপস্থিত বুদ্ধি বহন করেন। অজানাকে
পড়তে ও দুর্বোধ্যতাকে উন্মোচন করতে নারীরা বেশি দক্ষ হয়ে থাকেন। একজন মায়ের
হৃদয় তার গর্ভের সন্তানের জন্য আন্দোলিত হতে থাকে সেই সন্তান যদি সময়ের
আবর্তনে ৭০ বছরের বৃদ্ধতায় পরিণত হয়। আর একজন স্ত্রীর হৃদয় তার পথনির্দেশক
যার কারণে সে হাজারো ভয়াল পরিস্থিতি ও প্রশ্নের উত্তরে তুল করে না বললেই চলে।
এবং সে হৃদয় এক চৌম্বকক্ষেত্র, যা ভবিষ্যতের অনুরণন, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও খুশির
তরঙ্গ ছড়ায়...

নারীরা অধিকতর বেশি ইলহাম প্রাপ্ত হয়। কারণ, তারা একটু বেশিই ভালোবাসতে
জানে।

অস্তরের স্বচ্ছতা ইলহামের উৎসস্থল, যার ভেতরটা পরিষ্কার তার জবানটাও বিশুদ্ধ
হয়। পরহেজগার ও পরিচ্ছন্ন হৃদয়কে হিকমাহ দেওয়া হয়—

إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا.

তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো তিনি তোমাদের জন্য দিশারির ব্যবস্থা
করবেন। [সূরা আনফাল, আয়াত ২৯]

একটি স্বচ্ছ হৃদয় মসৃণ আয়নার মতো যেখানে বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়।

এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া বার্তার বিচ্ছুরণ ঘটায়, আর বার্তা হলো
ইলহাম।

হে আল্লাহ, আমাকে আমার বুদ্ধিমত্তা ইলহাম করুন।^[১১]

আল্লাহ হলেন ইলহামের প্রত্যাদেশকারী। দুআ হলো এর সোপান। আর ঈমান হলো এর সুবক্ষাগৃহ। প্রশান্তি হলো অন্তরের এমন অবস্থা, যা ইলহামের জন্য একে যোগ্য করে তোলে। এ হলো ‘সৃষ্টিকর্তার আলোকছটা’।

ইলহাম হলো ফেরেশতাসূচক অবস্থা, এ কারণেই নির্জনতা গভীর চিন্তায় মগ্ন হওয়ার পথকে সুগম করে। খোদাপ্রদত্ত পুরস্কার গ্রহণ করতে অন্তরকে প্রস্তুত করে। নিঃসন্দেহে এ কারণে এক নামাজের পর আরেক নামাজের জন্য অপেক্ষা করার মধ্যে রয়েছে পাপমুক্তি, মর্যাদা প্রাপ্তি। এজন্যই ইতিকাফ নবি-রাসুলদের সুন্নত। এবং রিসালাত প্রদানের পূর্বে আল্লাহ তাঁর রাসুলকে কিছুকাল হেরা পর্বতে একাকী রাত্রিযাপনের জন্য পরিস্থিতি তৈরি করার পেছনেও এই কারণ নিহিত ছিল।

অনেকদিন ধরে আমি শতসহস্র চিন্তা-ফিকির করেও একটি বিষয়ে ফলপ্রসূ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছিলাম না। যখন সমস্ত চিন্তার দ্বার বন্ধ হয়ে, সকল কৌশল ব্যর্থ হলো; তখন এক বিশেষ মুহূর্তে সমাধানের পথ প্রতিভাত।

হিস্মতকে পরিশ্রমের অতল গহ্বরে খুঁজতে যেয়ো না, এর জন্য হা-ছতাশ করো না। এর পেছনে অতিরিক্ত লেগে থাকলে তা ইলহামের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। তাড়াছড়ার কিছু নেই, তাড়াছড়া ‘শয়তানের কুমন্ত্রণা’।

সবধান! অত্যাগম সমাধানকে হতাশার অঙ্ককারে হারিয়ে যেতে দিয়ো না। থেমে যাওয়া শয়তানের আরেকটি চক্রান্ত।

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ

শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেবে। [সূরা বাকার, আয়াত : ২৬৮]

إِنَّهُ لَا يَأْتِيَنَّكَ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ.

একমাত্র অবিশ্বাসী জাতিই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়। [সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৮৭]

আশা-আকাঙ্ক্ষাকে তোমার হৃদয়ভূমি আবাদ করতে দাও। যদিও এর আভা তুমি দেখতে নাও পাও। হয়তো কখনো তুমি ইলহামের উদ্ভাপ অনুভব করে থাকবে মানুষের চেহারা পাঠ করে, অথবা তাদের কথা শুনে, তাদের সাথে মিশে, কিংবা স্বভাব দেখে,

[১১] মুদলাসু আহমদ, বাগদাদ, বাগদাদি

ছড়ানোর প্রেক্ষাপট মেপে কিংবা আকর্ষণীয় আচরণ দেখে। কোনো ব্যক্তি, পুস্তক, নগর, কর্ম বা অবস্থার সাথে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপন করা অথবা অবলোকন করা একটি নতুন শুভলক্ষণের দ্বার খুলে দেয়, যা ইলহামের সংস্পর্শে ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে।

প্রশস্ততা ছাড়া শুধু চিন্তা, অধ্যয়ন ও বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থ্যকে কাজে লাগানো যথেষ্ট না। আবার শুধু প্রশস্ততাও যথেষ্ট না। ১০০ জন সফল ধনাঢ্য ব্যক্তি; জীবনের গল্পে জানিয়েছেন তারা প্রয়োজনীয় সব অধ্যয়ন তো করেছেনই। এর পাশাপাশি তারা আরেকটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন। আর তা হলো অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি। অভিজ্ঞান হলো অভিজ্ঞতার মূলভিত্তি। নিবিঘ্ন পাঠ হলো অবকাঠামোর নির্মাণ।

জীবন হলো রাশিকৃত স্তূপের নাম। যুবসমাজ অধিকতর প্রাণোচ্ছল, আত্মবিশ্বাসী ও উদ্যমী। মুকবিবরা পরিপক্ক ও অধিকতর নিখুঁত। আর মানবীয় এই সুখম বর্গ্তন বর্তমানের ইঞ্জিনকে সফলতার দিকে নিয়ে যায়; যখন এর সবকটা প্রান্তের একসাথে উন্মেষ ঘটবে!

পরিবর্তন আনতে যুবপ্রজন্ম অগ্রগতির নেতৃত্ব দেবে, আর পোড় খাওয়া মুকবিরদেরকে প্রতিটি ধাপ এগিয়ে নিতে পর্ববেক্ষক ও কর্তার ভূমিকা নিতে হবে।

পছন্দসই গৎবাঁধা ক্রটিন আত্মকে হত্যা করে। আশা-আকাঙ্ক্ষার জীবন্ত কবর রচনা করে, এর ধারাবাহিকতা উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রাণশক্তিকে বিনাশ করে দেয়। স্বপ্নচাষী ও আশাশ্রিত মানুষের মানবিকতাকে দমিয়ে দেয়, যা তাকে পরিণত করে একটি বোবা যন্ত্রের বলিতে।

তুমি যখন মানুষকে কড়াকড়ি আরোপ করে এমন প্রতিষ্ঠানে আটকে রাখবে, বা সামরিক নির্দেশনা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করবে, অথবা সংস্কারমূলক শাস্তি দিয়ে অধীনে রাখবে, তখন অস্থায়ী কিছু সময়ের জন্য তাদেরকে বশীভূত করতে পারবে ঠিক—কিন্তু এতে তাদের হৃদয়গুলোকে হতাশা করে করে খাবে। চাপা ক্ষোভ ফেনায়িত হতে থাকবে। অন্তরগুলো পরিণত হবে দয়া-মায়ামীন নিষ্প্রভ পাত্র, যেখানে বধুদের কোনো আলাদা অর্থ নেই, মেষীর কোনো সংজ্ঞা নেই।

একটি তরুণ সমাজ যেখানে জন্মহার বেশি, কিন্তু উদারতা ও সম্মানজনক জীবনের প্রতি সচেতনতা কম, সেখানে সুযোগের সংকীর্ণতা পারস্পরিক হিংসা ও অসহনীয়তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই সমাজের শূন্যস্থানগুলো আশেপাশের পরিবেশ দ্বারা আক্রান্ত হতে বাধ্য।

হৃদয়কেও প্রশিক্ষণ দিতে হবে, যেভাবে দেহ ও বুদ্ধিমত্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। হিংসা ও বলপ্রয়োগ সহ্য করার

প্রশিক্ষণ দিতে হবে। হৃদয়ের নিষ্কলুষতা ধরে রাখার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই প্রশিক্ষণ অর্জিত হওয়ার অর্থ হলো হৃদয়টি এখন ইলহামগ্রহণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

ইলহাম হালালকে হারাম করবে না, হারামকে হালাল করবে না। এটি অস্তুরে প্রবাহিত হওয়া এমন এক আলোর বলকানি, যা একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার পূর্ণ নির্দেশিকা সংগলন করে। এর মাধ্যমে সৌন্দর্য ডালা মেলে ধরে, গ্রহণযোগ্যতার ফসল ঘরে উঠে। এমনকি সেই ইলহামের প্রতিটি শ্রোতা বলে উঠে—

তুমি তো আমার মনের কথাই বলে দিলে, এ যেন আমারই কথা।

এটা হলো সাফল্যের পূর্বকথা, যা অসংখ্য অভিভাবকগণের দাবিতে ব্যক্ত হয়।

কোনো কার্যকারণ ছাড়াই যেকোনো বিষয়ে ইলহাম তোমাকে কোনো একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছে দিতে পারে। যেভাবে একজন অগ্নিনির্বাপক কর্মী আগুন নিভানোর কাজে অংশগ্রহণ করে। ঝুঁকিতে থাকা অসংখ্য মানুষ উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এরপর সে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে স্থলস্ত বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করে। অগ্নিপথ ধরে এক কক্ষ থেকে আরেক কক্ষে ছুটতে থাকে। এরপর এমন এক কক্ষে পৌঁছায় যেখানে ধোঁয়ার কুণ্ডলী একটি শিশুকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। শিশুটি খাটের নিচে দেবে যাচ্ছে। ঘটনার আকস্মিকতা, ভয় ও আতঙ্কে ধর ধর করে কাঁপছে। নির্বাপক কর্মী সেখানে ঢুকেই শিশুটিকে ছোঁ মেয়ে নিয়ে আসে। এর একটু পরেই পুরো কক্ষটি হৃদসমেত ধসে পড়ে।

এ ধরনের যোদ্ধা কখনো বিবেচের রোগে আক্রান্ত হৃদয়ের অধিকারী হবে না। তার পক্ষে হিংসুক হওয়া সম্ভব হবে না। সে ভোগবাদী স্বার্থাশ্রমী হওয়া অসম্ভব। তার খাজানায় মানুষকে পেরেশান করবে এমন কিছুই নাই। তুমিও এমন একজন যোদ্ধা হও। খুঁজে ফিরো সেই শিশুটিকে যার উদ্ধারকার্য আল্লাহ তোমার হাতে রেখেছেন; দেখবে শিশুটি তোমার খুব কাছেই হয়তো। এমনকি হতে পারে শিশুটি ঠিক তোমার ভেতরেই কাতরাচ্ছে... শিশুটির হাসি ফিরিয়ে দাও।





আমার স্বপ্নটি স্বপ্ন আছে।

নিষ্পাপ বালক যখন শিশুসুলভ স্বপ্নে বিভোর হয়ে খামার, ঘোড়া ও আস্তাবলের মালিক হওয়ার স্বপ্নটুকু পরীক্ষার খাতায় টুক করে লিখে ফেলে, শিক্ষক তার নাম্বার কেটে নেয়। আর এভাবে অল্পেই তাকে বঞ্চিত করা হয় স্বপ্নের অনাবিল আনন্দ থেকে...

স্বপ্ন তুমি কীভাবে দেখবে? অথচ যে ক্যানভাসে তোমার স্বপ্নগুলো আঁকতে চাও সেটাই তোমার অধিকারে নেই, খাতাটাই হয়তো স্কুল থেকে দেওয়া।

শিশুটিকে আবারও পরীক্ষা দিতে বলা হলে; সে দুঃখপ্রকাশ করে বলবে, আপনার নাম্বার আপনার কাছে থাক, আমি আমার স্বপ্ন হাতছাড়া করতে রাজি নই!

এটাই আশ্চর্যের! এটা হয় যখন বিরূপ পরিস্থিতি জয় করে আকাশচুম্বী স্বপ্ন জিইয়ে থাকে। আর স্বপ্নচারী মানুষটা সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে অবশেষে নিজের পছন্দের লক্ষ্যে পৌঁছতে নাছোড়বান্দা হয়।

এটাই সেই চ্যালেঞ্জ, যা তোমাকে স্বপ্নচোরদের থেকে গা বাঁচিয়ে নিজের পথে পা মাড়াতে বাধ্য করবে।

যখন মার্টিন লুথার কিং তার সেই প্রসিদ্ধ কথাটি বলেছিলেন, “আমার একটি স্বপ্ন আছে”, সেইসময় তিনি একাধিক ভাষা জানতেন, কিন্তু কথাটি তিনি বলেছিলেন মানুষের ভাষায়।

যুমে দেখা স্বপ্ন ব্যক্তির কল্পনার ছটা, এর পেছনে সে পরিশ্রম করতে করতে একসময় তা বাস্তব হয়ে ধরা দেয়। সে তখন শূন্যে ভাসে, আবিষ্কার করে, উদ্ভাবন করে। কণ্টকাকীর্ণ পথ মাড়িয়ে অসম্ভবকে হাতের মুঠোয় পুরে নেয়।





স্বপ্ন প্রত্যক্ষার চেয়েও বেশি কিছু

যখন অন্তরের খুব বাড় বেড়ে যায়

এর লক্ষ্যে ছুটতে গিয়ে দেহ ক্লান্ত হয়ে যায়!

লক্ষ্য হলো সাময়িক স্বপ্ন—যেখানে পৌঁছানোর তা উবে যায়; কিন্তু প্রকৃত স্বপ্ন হলো বহুতা প্রণয়ের মতো যা লেপ্টে থাকে হৃদস্পন্দনের সাথে, আত্মার অনুরাগে, উপলক্ষের বোঝাপড়ায় আর কল্পনার অবগাহনে।

স্বপ্ন যখন বাস্তব হয়ে উঠে তখন তা যেন সুরভি ছড়ায়, হাতে তুলে নিলেই যেন তা মরে যাবে। জীবনের সবচেয়ে সুন্দর মুহূর্ত হলো অপেক্ষার ক্ষণগুলো। প্রতীক্ষার মুহূর্তগুলো যেন অভূত সক্রিয়তা মিশ্রিত জীবনের সর্বোচ্চ চূড়া।

স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে যায়, কখনো তা আমাদের অশ্রুতে ধরা পড়ে। আমাদের নির্ধূম বাতগুলো হয়ে উঠে এর ইন্ধন। আমাদের ঘুম-জাগরণ সবকিছুর ওপর তা চড়াও হয়।

মাটি লুথার কিং বলতেন, ‘আগামীকাল পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে জানলেও আমি একটি আপেল গাছ লাগাব।’

কথাটি মূলত সুপ্ত মানবিক প্রজ্ঞার সুন্দরতম চয়ন।

নবুয়তের প্রদীপ এরচেয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য প্রদান করেছে, যখন বাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

যদি কেয়ামত আরম্ভ হয়ে যায় আর তোমাদের কারও হাতে একটি রোপণযোগ্য চারাগাছ থাকে, তাহলে অবশ্যই তা রোপণ করে দিয়ো।^[১২]

[১২] সহীহুল বুখারী, মুনাফু আহমদ

নবযুগের কর্ণধার খেজুরের চারা সম্পর্কে বলেছেন, 'এটি নরম কাদামাটিতেও অনড়। ঘরে ঘরে খাদ্যের জোগানদাতা।'

গাছটি ঈমানদার ব্যক্তি সদৃশ। ঐর্ষ, প্রতীক্ষা, দৃঢ়তা ও তৃষ্ণা সহ্য করার প্রতীক।

যদি বলে এই তো জলাধার, বলি—'তৃষ্ণা মেটা'ব' কিন্তু কেবল বন্য হৃদয়ই পিপাসা সহ্য করতে জানে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগামীকালের কথা বলেননি, বলেছেন, এখনই... তুমি শেষ হয়ে যাওয়ার আগে যদি চারা রোপণ করতে কয়েকটি সেকেন্ড হাতে পাও তবে তাই করো।

সুন্দর স্বপ্নগুলো মরে না। কারণ, এটা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয় না, বরং অন্যের জন্য সেখানে বিশাল অংশ থাকে। আমিহ্নের হেরাটোপে সে বন্দি নয়।

সত্য প্রতিশ্রুতি "সওয়াব" হলো আকাঙ্ক্ষার খোরাক। হোক তা পার্থিব কোনো কাজে যদি তা ফলপ্রসূ নাও হয়। নিরেট কাজটুকুই যে মানববংশকে ধ্বংস ও বিলীন হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আর এটাই টিকে থাকার 'পরোক্ষ চাবিকাঠি'।

পারলৌকিক সওয়াব মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপন রাখার নেপথ্যে এটাই মূল রহস্য। কর্মের শুরুতে বিশ্বাসের পাশাপাশি এটা কর্মকে টিকিয়ে রাখার এক ভিন্ন রক্ষাকবচ।

স্বপ্ন হলো ক্ষণের সংকীর্ণতা থেকে ভবিষ্যতের উদারতার পথে, হীনম্মন্যতা থেকে আশাসঞ্চার ও আত্মবিশ্বাসের পথে। আশঙ্কা থেকে আশাবাদ ও প্রাপ্তির পথে পরিভ্রমণের নাম।

ব্রিজহস্ত শিশু টসটসে আপলে কামড় বসানোর স্বপ্ন দেখে, দেখে তুলতুলে বিছানায় ঘুমানোর স্বপ্ন, কিংবা স্বপ্নাতুর হয় বণীল পুতুল নিয়ে সে খেলবে।

ভীত ব্যক্তি নিরাপত্তার স্বপ্ন দেখে, অন্য কোনো কিছুরে তার মন যায় না। ভয় ও আশঙ্কা হলো স্বপ্নের শত্রু, যখন ভয় গ্রাস করে; তখন মানুষ বাধা-বিপত্তির আঁটেপুটে জড়িয়ে যায়।

একজন মানুষ কখনো অদৃশ্য কারাকুঁড়িতে বসবাস করে, খাঁচার অস্তিত্ব সে টের পায় না, সে যে বন্দিদশায় আছে তাও অনুভব করতে পারে না।

সে অদৃশ্য কারাগারে বসবাস করে, খাঁচার অস্তিত্ব সে অনুভব করতে পারে না, সে মনে করে সে মুক্ত-স্বাধীন। প্রকৃতপক্ষে সে একজন দৌঁহ কপাট শৃঙ্খলে বন্দিদাস ছাড়া কিছুই না!

তোমার মনের কথাকে খেয়াল করে দেখো... প্রতিদিন কতবার নিজেকে প্রবোধ দাও। হ্যাঁ, আমি পারব কিন্তু আমি ভয় পাই!

পরিবার হলো একটি অনিন্দ্যসুন্দর স্বপ্ন, মানববংশ বিস্তারের অভিপ্রায়ে পরিতৃপ্তির সোপান। অন্যের মাঝে আপন সন্তাকে আবিষ্কারের স্বপ্ন, ভিন্ন ভিন্ন দেহ কিন্তু আত্মা ও অস্তিত্বের ঐক্যতান।

বিচক্ষণতা হলো অস্ত্রেরে আত্মবিশ্বাস ও সামর্থ্যের চূড়া, মহান স্বপ্নের দিকে পা বাড়ানোর পথে প্রথম দুঃসাহসিক অভিযান।

লালিত আশার ভারে আমার অস্ত্রকে জীর্ণ করেছি,

দিগন্তহীন আশা না থাকলে জীবন হতো দুর্বিষহ!

এমন মানুষ আছে যারা জীবনকে অবরুদ্ধ করে ফেলে, এরচেয়ে শোচনীয় হলো যারা স্বপ্নকে অবরুদ্ধ করে। তারা চায় না মানুষ স্বপ্ন দেখুক, অথবা চায় না প্রাত্যহিক জীবনের বাস্তবতা পেরিয়ে কল্পবিলাসকে ছুড়ে দিক অসীম দিগন্তে। সৌভাগ্যই স্বপ্ন। সফলতাই স্বপ্ন।

স্বাধীনতাই স্বপ্ন, এমনকি খাঁচার জানালায় ঠোকর মারা পাখিটাও মুক্ত আকাশে অপলক চেয়ে থাকে। কিংবা যে বিভালটা মিউ মিউ করছে আর বন্দিদের অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি চেয়ে বারবার দরজায় মুখ ঘষছে, তার কাছেও।

ইনসান্ফ আমজনতার স্বপ্ন, যে ইনসান্ফের দ্রোহে কৃত্রিম ভেদাভেদ গলে পড়ে, পার্থিব শাসন কিংবা পারলৌকিক ক্ষমতার সামনে সকলের সমান সমতা প্রতিষ্ঠিত হয়...

সারিবদ্ধ কবরের মাঝে দাঁড়িয়ে আমি অস্ত্রকে বললাম...

তুমি কি ভাবো এই গর্তগুলোয় শাস্তি ও আরাম আছে?

সে আমায় ইশারা করল, দেখি কবর ফলক বিবর্ণ হয়ে গেছে

সে বলল, হে প্রশ্নকর্তা আমি জানি না সেখানে কি চলমান,

কিন্তু দেখো এখানে সকল প্রাণ বিলীন হয়েছে সমানে সমান,

দাসের ধ্বংসস্থূপে মিশে গেছে রাজদণ্ডের প্রতাপশালী মালিক,

প্রেমিকের অস্থিমজ্জায় একাকার হয়েছে দিনমজুরের প্রাণ।

তোমার জীবনে তুমি নতুন কিছু যোগ করতে চাওয়ার অনুভূতি, তোমার প্রতীক্ষিত স্বপ্নের ব্যাপারে তুমি নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক হওয়া... এটুকুই যথেষ্ট!

হয়তো তুমি একজন যুগশ্রেষ্ঠ কিংবা উদ্ভাবকের জন্য আদর্শ হবে, অথবা এমন এক দিশারি হবে যার মাধ্যমে অন্যদের জন্য উন্মোচিত হবে নবদিগন্ত, অথবা হাতে গোনা কিছু বিরল প্রতিভাবানদের মিছিলে হবে একজন অনুপ্রেরণা!

এক যুবক আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান স্বপ্ন কী জানতে চাইল।

আমি বলেছি, আমার সবচেয়ে অমূল্য স্বপ্ন হলো, আমি মারা যাব কিন্তু আমার স্বপ্নগুলো জীবনের বাঁকে বাঁকে স্পন্দিত হতে থাকবে, নানান যাত-প্রতিযাত মোকাবিলা করে যাবে। আর হতাশ, নিরাশ ও হাল ছেড়ে দেওয়া মানুষদের হৃদয়ের মণিকোঠায় আশার আলো ফুঁকে দেবে।

‘যখন তুমি স্বপ্নের পরিচর্যায় শৈর্ষশীল ও আন্তরিক হতে পারবে তখন আর ভয়ের কিছুই নেই। কেননা, তখনই তোমার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে গোটা পৃথিবী উঠেপড়ে লাগবে’।^[১৫]

স্বপ্ন হতে হবে গভীর প্রণয়ের মতো, যা বসন্ত-মাঘসে মথিত হয়ে যায়। প্রবেশ করে অস্থিমজ্জায়, চোখের মণিতে বসবাস করে, ভাষাকে প্রশান্ত করে, শ্বাসের সাথে প্রবাহিত হয়ে প্রশ্বাসের সাথে নবায়িত হবে বলে।

যুবকরা তাদের স্বপ্ন আঁকে গাড়িতে কিংবা ক্যানভাসে। যুবতীরা তাদের শয়নকক্ষে কিংবা হাতব্যাগে স্বপ্নের চিত্রায়ণ করে। কিন্তু এত সবকিছুর পূর্বে স্বপ্ন অঙ্কিত হতে হয় হৃদয়ের গহিন মহলে, অস্তিত্বের গভীর স্রোতে, আর আশ্বাস মানসপটে।

অন্যথায় অচিরেই তুমি অজুহাত দিয়ে গাফলতির থলে ভরাতে চাইবে। ব্যর্থতার দোহাই দিয়ে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করার প্রয়াস হারাবে।

‘যা তোমার উপকার করে তাতে আগ্রহী হও’—এটি ইতিবাচক সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উদ্যোগী ও করিতকর্মা হওয়ার চেতনাসংবলিত কার্যকরী আদান-প্রদানের বার্তাবাহী এক নবুয়তি আস্থান।

‘আল্লাহর ওপর ভরসা করো’—যখন তুমি স্বপ্নকে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করবে তা হয়ে উঠবে মহাকালের ও চিরস্থায়ী; যাতে করে একজনের স্বপ্ন হয়ে উঠবে একটি জাতির স্বপ্ন। বিচ্ছিন্ন পার্থিব স্বপ্ন থেকে হয়ে উঠবে অন্তহীন দিগন্তের স্বপ্ন; যেখানে অপেক্ষা করছে খোদায়ি ন্যায়, ইনসাফ, অনুগ্রহ ও পরকাল। এমন অনাবিল সুখরাজ্য যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, না কোনো শ্রবণেন্দ্রিয় তা কখনো শুনেনি, আর না কোনো হৃদয়ে এর কল্পনা কখনো রেখাপাত হয়নি।

‘হতাশ হয়ো না’—ঈমানের অঙ্গরে দীপ্ত আত্মা কী করে হতাশ হতে পারে?!

‘যদি তোমাকে বিপদ ছুঁয়ে যায়, তাহলে বলো না, ইশ! যদি আমি এমন করতাম বা তেমন করতাম, বরং বলো—এটা আল্লাহর নির্ধারিত তাকদির, তিনি যা চান তাই করেন’।^[১৬]

[১৫] সফিহ মুসলিম

[১৬] সফিহ মুসলিম

ঈমান কোনো অন্ধ জোরজবস্তির নাম নয়। বিপুল মানবশক্তিকে অকপটে মেনে নেওয়া কিংবা একেবারে ছুড়ে ফেলার নামও নয়। এটি অপস্রিয়মাণ ধ্বংসাবশেষ নিয়ে মায়াকান্নার নাম নয়। আবার পরিস্থিতির পট-পরিবর্তনে সম্ভ্রান্ত হওয়ার নামও নয়। এ হলো আল্লাহ্ তোমাকে যেখানে এনেছেন সেখানেই কল্যাণ নিহিত আছে বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করার বিষয়। তুমি প্রতিদিন নতুন নতুন স্বপ্ন বুনবে। আশার নতুন আলো দেখবে। সাক্ষ্যের নতুন দিগন্তে পা রাখবে।

যতক্ষণ না তুমি স্বপ্ন দেখার সামর্থ্য লাভ করবে ততক্ষণ তুমি কিছুই করতে পারবে না।

স্বপ্নকে পোষ্য করা থেকে সাবধান থেকে। ঘটনার মোড়ে মোড়ে কিংবা পরিস্থিতির বক্রতায় যেন তা সুবিধা মতো রং না পালটায়...

অবাধ স্বপ্ন দেখো... কল্পনাকে মুক্ত করে দাও... তোমার কল্পিত রাজ্য গড়ে তোলো যতক্ষণ না তোমার প্রবল বিশ্বাসের জোরে তা একদিন দৃশ্যমান সত্যে পরিণত হয়...

‘স্বপ্ন-নোটবুক’ একটি চমৎকার বুদ্ধি। এর মধ্যে তোমার লক্ষ্যগুলো লিপিবদ্ধ করো। এরপর নোটগুলো এমন উন্মুক্ত স্থানে রাখো যেখানে প্রতিদিন তোমার দৃষ্টি পড়ে। হতে পারে তা নিকট ভবিষ্যতের লক্ষ্য কিংবা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যের তালিকা দিয়ে ভরপুর করবে।

এর মাঝে মাঝে লিখতে পারো কোরআনের একটি পবিত্র আয়াত, কিংবা একটি হাদিসে রাসূল। অথবা তোমার আত্মবিশ্বাস জাগায় এমন কোনো প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী।

শীঘ্রই যখন আমাদের মানুষগুলোর সমসংখ্যক গোলাপস্নাত কিছু স্বপ্ন জোগাড় হয়ে যাবে তখন আমরা বিজয়ী হব। অথবা জীবনের নাটাই ধরে থাকা সুন্দর স্বপ্নের অধিকারী মানুষগুলো যখন সফল হবে, আমরাও বিজয়ী হব।

আমরা বিজয়ী হব যখন ধর্মপ্রাণ বক্তাগণ স্বপ্নের তালিতে পরিপূর্ণ হবেন, স্বপ্নের দারোগা হবেন না।





বহস্য

এক যুবক আমার কাছে “বহস্য” বইটি সম্পর্কে জানতে চাইল যেটি এক অস্ট্রেলিয়ান লেখিকার (রোন্ডা বায়ার্ন) রচনা; ব্যাপারটি আমাকে বইটি কিনতে ও পড়তে বাধ্য করল। কয়েকটি ভ্রমণকালীন সময়ে বইটি আমি সাথে রেখেছিলাম। এতে আমি এক দর্শনের দেখা পেলাম যা মানব মননের সুপ্ত সামর্থ্যকে কর্ম, শুভশুভ্রতা ও আত্মবিশ্বাসমুখী করে তোলে। যার ভাষ্য হলো, মানুষ যা করতে চায় কিংবা করতে চেষ্টা করে তা হলো অস্তিত্বশীল সজ্জাবনা, বরং তা বাস্তব জগতে বিরাজমান। যখন ব্যক্তি তা মুখে উচ্চারণ করে, অন্তরে লালন ও বিশ্বাস করে এবং এর চারপাশ থেকে অশুভ কালো চিন্তাগুলো সরিয়ে রাখে।

ব্যক্তির উচিত সে যা চায় তার জন্য চিন্তা ও মননকে একাগ্র করা। সে যা পছন্দ করে তার জন্য সজ্জাকে মনোযোগী করা। সে যা অপছন্দ করে কিংবা ভয় করে অথবা আশঙ্কা করে সেদিকে মন না দেওয়া।

এই ব্যাপারটি আমাকে ইমাম ইবনুল কায়েমের একটি কথাকে স্মরণ করিয়ে দিলো। তিনি বলেছেন, যদি বান্দা একটি পাহাড়কে তার স্থান থেকে সরানোর জন্য আল্লাহর ওপর সত্যিকারের তাওয়াক্কুল করে, আর পাহাড়টিও সরে যাওয়ার জন্য আজ্জাবহ হয়, তাহলে সে ব্যক্তি নিশ্চিতভাবে ওই পাহাড় সরাতে পারবে।^[১৫]

ব্যাপারটি আমাকে আবারও মার্টিন লুথারের পূর্বোক্ত কথাকে মনে করিয়ে দিলো, আমার একটি স্বপ্ন আছে। তিনি এমন বলেননি, আমার একটি সমস্যা আছে।

হ্যাঁ! স্বপ্নের পথে সমস্যা আছে, থাকবেই। কিন্তু যখন আমরা সমস্যার পথ ধরে জীবনে প্রবেশ করব তখন তা আমাদেরকে আরও সংকুচিত দরজার সামনে নিয়ে যাবে।

[১৫] কথটি ইমাম ইবনুল কায়েম তার ‘মাকামিল’ গ্রন্থে এনেছেন।